রাঁচি, শুক্রবার
29:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 পুতিন জয়শঙ্কর বৈঠক...
ঝাড়খন্ড 5 বিজেপিবিরোধী জোট ..
সম্পাদকীয় 4 ইন্দোনেশিয়ায় ছাত্রদের..
'বন বিভাগে ফোন করে...

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>080 >> 12 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮০ >> << ১২ই, পৌষ ১৪৩০>>

তামিলনাড়ুর সার কারখানা থেকে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করে অসুস্থ গ্রামবাসী

এন্নোরঃ মঙ্গলবার ২৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রিবেলায় বিষাক্ত গ্যাস লিক করার ঘটনা ঘটেছে ভারতের দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ুর এন্নোর এ। এন্নোর এর করমণ্ডল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সার কারখানার পাইপলাইন ফুটো হয়ে যাওয়ায় এই বিপর্যয় ঘটে। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। গভীর রাতে কারখানা থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বার হতে থাকে। রাতে আচমকাই তীব্র গন্ধ পেয়ে ঘুম ভেঙে যায় এলাকাবাসীর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একের পর এক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন। এই কারখানা থেকে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অন্তত ১২ জন। অ্যামোনিয়া গ্যাসের গন্ধ নাকে আসতেই গ্রামের মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। তীব্র গন্ধে অনেকেই অসুস্থ বোধ করতে থাকেন । খানিকটা সময় যেতেই তাঁরা শ্বাসপ্রশ্বাস, গা গোলানোর মতো সমস্যায় ভুগতে থাকেন। এই নিয়ে তখনই গ্রামবাসীদের কয়েক জন কারখানায় গিয়ে অভিযোগও করেন। যদিও তার মধ্যেই আরও বেশ কয়েক জন গ্রামবাসী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট কারখানায় সার তৈরি হয়। তাই কাঁচামাল হিসাবে অ্যামোনিয়া ওই কারখানার অন্যতম উপাদান। ঘটনাটি যে সময় ঘটে তখন কারখানার পাইপলাইনগুলি ঠান্ডা করা হচ্ছিল। আচমকাই আশেপাশের এলাকায় তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাস বেরনোর খবর পেয়ে আতঙ্ক, শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

বাজার দর
SENSEX : 72410.38 +371.95
NIFTY : 21778.70 +129.96

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 24.00 °c | সর্বনিম্ন 11.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .11 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .29 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় নতুন করে ইসরাইলি বিমান হামলা

গাজা ঃ ইসরাইলি বাহিনী বুধবার নতুন করে গাজা ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালিয়েছে। স্থলযুদ্ধ আরও বাড়ানোর বিষয়ে ইসরাইলি কর্মকর্তাদের মন্তব্যের একদিন পরই এই ঘটনায় বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার গাজা সিটিতে ইসরাইলি স্থল অভিযান এবং বিমান হামলা চালানো হয়। খান ইউনিসের পর এবার এ সপ্তাহে গাজার মধ্যাঞ্চলে প্রবেশের ইঙ্গিত দিয়েছেন ইসরাইলি কর্মকর্তারা। একাধিক শরণার্থী শিবিরও রয়েছে সেসব এলাকায়। গাজার বেশিরভাগ জনগণ যুদ্ধের কারণে তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ইসরাইলের আক্রমণের বিষয়ে সতর্কবার্তার পর বেশিরভাগ মানুষ আশ্রয়কন্দ্রগুলোতে ভীড় করছে। কেন্দ্রগুলো আগে থেকেই মানুষে পরিপূর্ণ। অনেকেই এসব এলাকা ছেড়ে যাবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধকালীন সহিংসতায় এসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তাও যাচ্ছে না। ফলে খাদ্য, পানি এবং জ্বালানির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার হামাসের কথা উল্লেখ করে ইসরাইলি সেনাপ্রধান হার্জি হালেভি বলেন, এই সন্ত্রাসী সংগঠনকে ধ্বংস করার কোনো সহজ পথ নেই। যুদ্ধ বিস্তৃতির কারণে ইসরাইলি হামলায় গাজার মধ্যাঞ্চলে এ সপ্তাহে দুই দিনের ব্যবধানে ১০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র সাইফ মাগাঙ্গো এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মঙ্গলবার বলেন, ক্রিসমাস ইভের পর থেকে ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত বোমা বর্ষণে ১০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা গাজার মধ্যাঞ্চলের নুসিরাত, মাগাজি ও বুরেইজ শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা ও গোলাবর্ষণের খবর জানিয়েছে । ইসরাইলি সেনাপ্রধান হালেভি মঙ্গলবার গাজা সীমান্ত থেকে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের বলেন, যুদ্ধ অনেক মাস ধরে চলবে। এদিকে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি মঙ্গলবার এক ফোনালাপে গাজায় মানবিক সহায়তা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলে হামলা চালিয়ে প্রায় ১২০০ লোককে হত্যা করে এবং ২৪০জনকে জিম্মি হিসেবে আটক করে। এদের মধ্যে ১২৯ জন এখনো গাজায় রয়ে গেলেও , বাকিদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। সেই ঘটনার জবাবে ইসরাইল হামাসকে দমন করার অঙ্গীকার করে এবং গাজায় আকাশ, স্থল ও সমুদ্র আক্রমণ শুরু করে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি হামলায় গাজার বেশিরভাগ অংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এসব হামলায় এখনো পর্যন্ত প্রায় ২১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত এবং প্রায় ২৩ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিবেদনে 'নতুন কিছু নেই'

তেহরান ঃ বুধবার ইরান বলেছে, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিবেদনে 'নতুন কিছু নেই'। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক মাসের স্থবিরতার পরে সম্প্রতি ইরান উচ্চ তেজস্ক্রিয়তা যুক্ত ইউরেনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। ইরানের শীর্ষ পরমাণু কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইসলামি বলেছেন, আমরা নতুন কিছু করিনি এবং আমাদের কার্যক্রম নিয়মতান্ত্রিক।
আমরা একই পরিমাণ অর্থাৎ ৬০ শতাংশ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করছিলাম। আমরা কিছু পরিবর্তন করিনি। নতুন কোনো সক্ষমতাও তৈরি করিনি।
মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে, ইরান অত্যধিক তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন ইউরেনিয়ামের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে, যা ২০২৩ সালের মাঝামাঝি থেকে পূর্ববর্তী উৎপাদন হ্রাসকে পরিবর্তিত করেছে। জাতিসংঘের এই পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, নভেম্বরের শেষ থেকে ইরান তার ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের উৎপাদন মাসে প্রায় নয় কিলোগ্রাম হারে বৃদ্ধি করেছে। জুন থেকে প্রায় তিন কিলোগ্রাম হারে ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা হতো। বর্তমানে এটি আবার ২০২৩ সালের প্রথমার্ধের যে মাসে যে নয় কিলোগ্রাম করে উৎপাদন করা হতো, সেই পরিমাণে ফিরে গেছে।
ইরান সবসময়ই পারমাণবিক অস্ত্রের সক্ষমতা সৃষ্টির উচ্চাঙ্ক্ষার কথা অস্বীকার করে গেছে। দেশটির জোর দিয়ে বলেছে, তাদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ।
পারমাণবিক চুক্তির পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি আলোচনা শুরু হওয়ার সময় ইঙ্গিত হিসেবে ইরান তাদের উৎপাদন ধীর করেছিল বলে মনে হয়েছিল।
কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দুই দেশের মধ্যে বিদ্বেষ তীব্র হয়েছে। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যকার যুদ্ধ আরও উস্কে দেয়ার অভিযোগ করেছে।
২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করেন এবং ইরানের ওপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর এক বছর পর ইরান ২০১৫ সালের চুক্তিতে নির্ধারিত সীমা মেনে চলার বিষয়টি স্থগিত করে।

জার্মানিতে এক মাতাল 'সান্তা ক্লজ'এর কাণ্ড

বার্লিন ঃ জার্মানির পূর্বাঞ্চলের এক শহরে এক ব্যক্তি ঘরে ঘরে বড় দিনের উপহার পৌঁছে দেয়ার জন্য সান্তা ক্লজ সেজে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তার গাড়ি গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে এক বাড়িতে।
এক বিবৃতিতে থুরিঙ্গিয়ার পুলিশ জানায়, ''বাড়ির সামনের দিকটার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। তবে সান্তা ক্লজের কাছে যে ক্রিসমাস উপহারগুলো ছিল, সেগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি।'' তবে সান্তা ক্লজ সেজে বাড়ি বাড়ি বড় দিনের উপহার দিতে যাওয়া ব্যক্তির নাম, পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ। তাকে 'সেন্ট নিকোলাস কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে উপহার নিয়ে আসা ব্যক্তি' হিসেবে পরিচয় দিয়ে পুলিশ জানায়, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, (দুর্ঘটনার সময়) সান্তা ক্লজ গাড়ি চালানোয় অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন।ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেই সান্তা ক্লজ উপহারের গাড়ি নিয়ে ম্যুলহাউজেন শহরের রাস্তার পাশের গাড়ি ও বাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারেন।পরীক্ষা করে মদ্যপানের মাত্রা বোঝার জন্য রক্ত নিয়েছে পুলিশ। তবে রক্ত পরীক্ষা করে কী পাওয়া গেছে তা এখনো জানায়নি।
৩৬ হাজার বাসিন্দার শহর ম্যুলহাউজেনে এমন দুর্ঘটনা ঘটানোর পর পুলিশ কথিত সান্তা ক্লজের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে। এর ফলে এখন তার ফলে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড় দিনের উপহার পৌঁছে দেয়া অসম্ভব।তাই বলে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র নন সান্তা ক্লজ। ইতিমধ্যে তিনি জানিয়েছেন, ম্যুলহাউজেন শহরে এখনো যারা উপহার পাননি, তাদের বাড়িতে হেঁটে গিয়েই পুরস্কার পৌঁছে দেবেন।

ক্রাইমিয়ার বন্দরে রাশিয়ার জাহাজে হামলা

কিয়েভ ঃ ইউক্রেনের বিমানবাহিনী দাবি করেছে, ক্রাইমিয়ার বন্দরে রাশিয়ার একটি যুদ্ধজাহাজ সফলভাবে ধ্বংস করেছে তারা।
রাশিয়া জানিয়েছে, ইউক্রেনের ফাইটার জেটের হামলায় জাহাজটির ক্ষতি হয়েছে। ইউক্রেনের দুইটি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছে। মঙ্গলবার মস্কো জানিয়েছে, ক্রাইমিয়ার ফিওদোসিয়া বন্দরে রাশিয়ার নৌসেনার একটি যুদ্ধবিমান নামার মতো জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল। যাকে মূলত ল্যান্ডিং শিপ বলা হয়। ইউক্রেনের যুদ্ধবিমান থেকে সেই জাহাজটির উপর হামলা চালানো হয়। ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ইউক্রেন দাবি করেছে, জাহাজটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে।
ক্রাইমিয়ার রুশ গভর্নর জানিয়েছেন, ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ওই হামলার পর রাশিয়ার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সাহায্যে দুইটি ইউক্রেনীয় যুদ্ধবিমানকে নামানো হয়েছে। তবে সেই বিমানের পাইলটদের বিষয়ে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। ইউক্রেন এখনো পর্যন্ত এবিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি।
ইউক্রেনের অভিযোগ, দক্ষিণ ইউক্রেনের শহর খেরসনে একটি ট্রেন স্টেশনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার বাহিনী। ঘটনায় একজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। অন্তত চারজন ব্যক্তি ওই হামলায় আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
ঘটনার সময় স্টেশনে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে খেরসন থেকে ১৪০ জন বেসামরিক নাগরিককে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বস্তুত, খেরসনে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের বাহিনীর এখনো তীব্র সংঘর্ষ চলছে। সে কারণেই বেসামরিক নাগরিকদের অন্যত্র সরানোর চেষ্টা চলছিল। সে সময়েই রাশিয়ার বাহিনী স্টেশনে হামলা চালায়। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, স্টেশনের বাইরে পুলিশ বাহিনী রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। ট্রেনটি সফলভাবে রওনা হতে পেরেছে। তবে ওই নাগরিকদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা জানানো হয়নি।
ইউক্রেন যুদ্ধের গোড়ায় খেরসন শহরটি রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ইউক্রেন শহরটি পুনরুদ্ধার করে। তবে এখনো সেখানে লাগাতার লড়াই চলছে। রাশিয়ার বাহিনী নিয়মিত সেখানে হামলা চালাচ্ছে বলে ইউক্রেনের অভিযোগ।

তদন্ত রাতভর অভিযানের পর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ এই পরিবারের বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে

প্যারিসের কাছে এক ঘরে পাঁচ মরদেহ

প্যারিস (এজেন্সী)ঃ ফরাসী তদন্তকারীরা জানিয়েছে উদ্ধারকৃত মরদেহগুলো এক নারী ও তার চার সন্তানের। রাতভর অভিযানের পর মঙ্গলবার সকালে পরিবারের বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বড়দিনের দিন প্যারিসের কাছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এক মা ও তার চার সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্যারিসের কেন্দ্র থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের শহর মৌতে এই ঘটনা ঘটেছে।
ফরাসি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রাতভর অভিযানের পর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ এই পরিবারের বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে।
কর্তৃপক্ষের কাছে ৩৩ বছর বয়সি এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গৃহ নির্যাতন ও মানসিক সমস্যার তথ্য ছিল।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সোমবার রাত নয়টার দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা বার্তা পান। অ্যাপার্টমেন্টে দরজার নীচ দিয়ে রক্ত দেখতে পেয়ে এবং ভেতরে কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে তারা পুলিশকে খবর দেন। পরে দরজা ভেঙে পুলিশ অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে প্রবেশের পর ভয়াবহ চিত্র দেখতে পায়। হাইতিয়ান বংশদ্ভূত মা, তার দুই মেয়ে ও দুই ছেলের লাশ উদ্ধার করেন তারা।
তদন্তকারী জানিয়েছেন, তিন নারী সদস্যকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তবে দুই ছেলের শরীরে তেমন কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। তাদেরকে শ্বাসরোধ বা পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশের হয়রানির জেরে ২৪ বছরের যুবক দীপঙ্কর গগৈর আত্মহত্যার অভিযোগের তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

যুবককে অত্যাচার করার কথা অস্বীকার যোরহাটের পুলিশ সুপারের, আইন মেনে সিসিটিভির ছত্রছায়ায় জেরা করেছে পুলিশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আলফার লিংকম্যান হওয়ার সন্দেহে একাধিক যুবকের বিরুদ্ধে অসম পুলিশের ব্যাপক অভিযানের পাশাপাশি ইতিমধ্যে পাঁচ জন যুবক পুলিশের এনকাউন্টারের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এবার পুলিশের হয়রানির জেরে ২৪ বছরের যুবকের আত্মহত্যার অভিযোগের পর এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণের জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশের জেরার সম্মুখীন হয়ে দীপাঙ্কর গগৈ আত্মহত্যা করার ঘটনার তদন্তের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবকে এর তদন্ত করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করেন নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া দীপাঙ্কর গগৈকে অত্যাচার করার কথা অস্বীকার করেছেন যোরহাটের পুলিশ সুপার মোহনলাল মিনা। তিনি বলেন আইন মেনে সিসিটিভির ছত্রছায়ায় যুবককে জেরা করেছে পুলিশ।

পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দীপাঙ্কর গগৈ আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। অবশেষে এই অভিযোগের ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি অবশেষে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পর্যায়ে এই ঘটনার তদন্ত ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট করে জানান গত ২৫ ডিসেম্বর যোরহাট জেলার তিতাবর এলাকার বিরিনাশায়েক গাড়িকুরি গ্রামের খগেন গগৈর পুত্র দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এর আগে গুয়াহাটি মহানগরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে পুলিশের এনকাউন্টার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ জানালে সেটার বিচার হবে। সম্প্রতি দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। অবশেষে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এই ঘটনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পর্যায়ে তদন্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে এই ঘটনার ক্ষেত্রে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন যোরহাটের পুলিশ সুপার মোহনলাল মিনা। তিনি বলেন দীপাঙ্কর গগৈকে পুলিশের জেরায় অত্যাচার করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই সংক্রান্তে প্রচার মাধ্যমে তথা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত যাবতীয় তথ্য খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এটা সত্য কথা। কিন্তু যত সময় এই যুবক থানায় ছিলেন কোনো ভাবেই তাকে মানসিক কিংবা শারীরিক অত্যাচার করা হয়নি। সম্পূর্ণ আইন মেনে, আইনের অধীনে সিসিটিভির ছত্রছায়ায় এই যুবককে জেরা করা হয়েছে। দীপাঙ্কর গগৈর বিরুদ্ধে যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণে জড়িত থাকার সন্দেহ হয়েছিল পুলিশের। এক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে পুলিশের স্ট্রং সাসপেক্ট রয়েছে। এটাই খতিয়ে দেখতে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাছাড়া পুলিশের সন্দেহ করার ক্ষেত্রে উচিত ভিত্তি রয়েছে। এমনিতেই তাকে জেরা করেনি পুলিশ। তবে এই কথা নিশ্চিত যে দীপাঙ্কর গগৈকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় পুলিশ আইন ভঙ্গ করেনি। সম্পূর্ণভাবে আইন মেনে সিসিটিভির অধীনে তাকে জেরা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন যোরহাটের পুলিশ সুপার মোহনলাল মিনা।

পুলিশ সুপার নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেও যুবকের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় এলাকাবাসী এটা মানতে নারাজ। তারা উল্টো প্রশ্ন উত্থাপন করেছে দীপাঙ্কর গগৈকে জেরা করার ক্ষেত্রে পুলিশের হাতে কি প্রমাণ ছিল। বুধবার স্থানীয় তিতাবর থানার পুলিশের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন যুবকের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় এলাকাবাসী। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে পুলিশ এই যুবককে ব্যাপকভাবে অত্যাচার করেছে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভাবে অত্যাধিক অত্যাচার করার ফলে দীপাঙ্কর গগৈ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় এলাকাবাস এদিন ব্যাপক প্রতিবাদ কার্যসূচি পালন করেছে। এমনকি এই ঘটনার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন যুবকের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় এলাকাবাসী। তাছাড়া স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন দল সংগঠন এই ঘটনার বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যাপক সমালোচনা করেছে। একই সঙ্গে এই ঘটনার উচিত তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একাংশ যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশের এনকাউঃটার নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে ওঠার মধ্যেই যোরহাট জেলার তিতাবর এলাকার বিরিনাশায়েক গাড়িকুরি গ্রামের ২৪ বছরের যুবক দীপাঙ্কর গগৈ মঙ্গলবার ভোরে আত্মহত্যা করেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণে জড়িত থাকার সন্দেহে গত এক সপ্তাহ ধরে তিতাবর থানার পুলিশ তাকে জেরা করছিল। পরিবারের সদস্যরা উত্থাপন করা অভিযোগ অনুসারে পুলিশ প্রতিদিন সকাল আটটার সময় এসে তাকে নিয়ে যেত এবং রাত দুটো তিনটের সময় তাকে ফিরিয়ে বাড়িতে দিয়ে যেত। পুলিশ তাকে ব্যাপক মারধর করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন দীপাঙ্কর গগৈর মা। পুলিশের হেফাজতে থাকার সময় তাকে কিছু খেতে দেওয়া হতো না। বিভিন্নভাবে দীপাঙ্কর গগৈকে শারীরিক অত্যাচার তথা মারধর করা হতো বলেও পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তাছাড়া দীপাঙ্কর গগৈর পরিবারের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী পাঁচ বছর আগে আগে এই যুবক আলফার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে সে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসে। এরপর থেকে তার নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনদের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিলনা। বর্তমান দীপাঙ্কর গগৈ সঠিক ভাবে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু যোরহাটের গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ দীপাঙ্কর গগৈকে জেরা করেছিল। অবশেষে মঙ্গলবার ভোরে আত্মহননের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দীপাঙ্কর গগৈ।

অবৈধ সন্তান?পিতৃ পরিচয় এর স্বীকৃতির দাবিতে নবজাতক কন্যা সন্তানকে বৃদ্ধ মালিকের বাড়ির সামনে রেখে গেলেন অসহায় মা,নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেল পুলিশ

মালদা ঃ হরিশ্চন্দ্রপুরের বিতল গ্রামের এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী তৈমুর রহমান তার পরিচারিকা বুধন বিবির সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক গড়ার অভিযোগ ওঠে । এনিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ওই সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই গৃহ পরিচারিকা। তার কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই ওই পরিচারিকা একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। ওই মহিলার অভিযোগ , সন্তানটি ওই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর।কিন্তু ওই কর্মচারী কোন মতেই কন্যা সন্তানকে পিতৃত্বের পরিচয় দিতে নারাজ। এরপরই শুক্রবার সকালে ওই অসহায় পরিচারিকা,অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর বাড়ির সামনে তার নবজাতক কন্যা সন্তানটিকে ফেলে দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনা সামনে আসাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর বাড়ির সামনে থেকে ওই নবজাতক কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে তারা হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে খবর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিতল গ্রামের বাসিন্দা পরিচারিকা মহিলার স্বামী প্রায় দুই বছর ধরে ভিন রাজ্যে কর্মরত ছিল। অভাবের সংসার। দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে এলাকারই এক অবসরপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত কর্মী তৈমুর রহমানের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন । দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে জোর করে ওই মহিলার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তৈমুর বলে অভিযোগ। এর জেরে সে সময় ওই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। সে সময় ওই মহিলা তৈমুরকে চাপ দিলে সে মহিলাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।এমনকি তৈমুরের বাড়ির কয়েকজন সদস্য মহিলাকে জোর করে গর্ভপাত করাতেও নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেখান থেকে মহিলা কোন মতে পালিয়ে আসেন।এর কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই ওই মহিলা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন।এরপর ওই কন্যা সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকৃতির জন্য তিনি বারবার তৈমুর এর কাছে আবেদন করলেও, তার কোন ফল মেলে নি।এদিকে ওই মহিলাকে তার স্বামী শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে বলে জানা গিয়েছে। তিনি কয়েক মাস ধরে তার বাবার বাড়িতেই ছিলেন।এই অসহায় অবস্থায় এদিন ওই মহিলা বাধ্য হয়ে তার কন্যা সন্তানকে তৈমুরের বাড়ির সামনে রেখে দিয়ে আসেন। ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় জড়ো হন গ্রামের মানুষেরা। খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। এরপর পুলিশ ওই কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে অভিযুক্ত তৈমুর রহমান পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য অনুযায়ী সাড়ে এগারো নয় বরং শাসক পক্ষ বারটি আসন পাবে বলে মন্তব্য অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ন কলিতার

অসম গণ পরিষদ চারটি আসনের দাবিতে অনড়

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে পূর্বে নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ধুবড়ি জেলার চাপরে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত করছে। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্তে রণকৌশল নির্ধারণ তথা আসন বোঝাপড়া নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এই বৈঠক আয়োজিত হয়েছে। অন্যদিকে শাসক পক্ষের মিত্র জোটে থাকা অসম গণ পরিষদ চারটি আসনের দাবিতে অনড় রয়েছে। অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ন কলিতা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য অনুযায়ী সাড়ে এগারো নয় বরং শাসক পক্ষ বারটি আসন পাবে।

প্রসঙ্গত শাসক পক্ষের মিত্র জোটের আসুন বোঝাপড়া সংক্রান্তে ইতিমধ্যে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এরমধ্যে আসন বোঝাপড়া প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সময় মত তিনি সেটা ঘোষণা করবেন। মিত্র জোটে থাকা বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটা মেনে নেবে বলে উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেছেন বর্তমান অসম গণ পরিষদের লোকসভায় একজনও সদস্য নেই। তবে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে অগপ লোকসভায় নিজেদের সদস্য প্রেরণ করতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি সভাপতি।

এবার মিত্র জোটের আসন বোঝাপড়া সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ন কলিতা। বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মিত্র জোট সাড়ে ১১ টি আসন পাবে বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সাড়ে ১১ টা নয় বরং মিত্রজোট বারটি আসন পাবে বলে ঘোষণা করলেন অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ন কলিতা। তিনি বলেন মিত্র জোটে থাকা অসম গণ পরিষদ চারটি আসন দাবি করেছে। ফলে লোকসভা নির্বাচনে অসম গণ পরিষদের চারটি আসন পাওয়া নিশ্চিত বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে অসম গণ পরিষদ রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা আসনের মধ্যে কোন চারটি আসন দাবি করছেন সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নের জবাবে গোল গোল জবাব দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ন কলিতা বলেন যেই চারটি আসনে দলের নিশ্চিত জয় রয়েছে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অগপ। এবার তাকে প্রশ্ন করা হয় কোন চারটি আসনে অসম গণ পরিষদের জয় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এর জবাবে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা আসনেই অগপর জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অর্থাৎ সরাসরি ভাবে এক্ষেত্রে মন্তব্য করতে চাইছেন না অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ন কলিতা। তবে ঘনিষ্ঠ মহলে দলটি জানানো অনুসারে কাজিরাঙা, বরপেটা, নগাঁও লোকসভা আসনের দাবী জানাবে অসম গণ পরিষদ। তাছাড়া ধুবড়ি এবং করিমগঞ্জের মধ্যে যেকোনো একটি আসনের জন্য অগপ দাবি উত্থাপন করবে বলে জানা গেছে।

তৃণমূল নেতার বাড়ির লক্ষ্য করে বোমাবাজি, এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

কুলপি ঃ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতার বাড়ির লক্ষ্য করে বোমাবাজি করার দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বোমাবাজি কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকাবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কুলপি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায় কুলপি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার অন্তর্গত ছামনাবুনি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তৃণমূল নেতা কুতুবুদ্দিন পাইকের বাড়ির লক্ষ্য করে গতকাল রাতে বোমাবাজি করে একদল দুস্কৃতীরা। এই ঘটনার জেরে ভেঙে পড়েছে বাড়ির চাল। এই বোমাবাজির ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহতরা কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুতুবুদ্দিন পাইক ওই এলাকার কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করে এবং কুতুব উদ্দিন পাইকের হাত ধরে ই ওই এলাকায় জয়লাভ করে কংগ্রেস প্রার্থী। এরপর কংগ্রেস প্রার্থী সহ কুতুবউদ্দিন যোগদান করে তৃণমূলে। তৃণমূলের গোষ্ঠী আন্দোলনের এই ঘটনা ঘটেছে এমনটাই জানিয়েছে বিরোধীরা। তৃণমূলের আদি ও নব য়ের গন্ডগোলের জেরে বোমাবাজি বলে মনে করছে বিরোধীরা। যদিও গোষ্ঠী কোন্দলের তথ্য মানতে নারাজ স্থানীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। স্থানীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার তিনি বলেন, কুতুব উদ্দিন তৃণমূলে যোগদান করেনি বর্তমানে কুতুবুদ্দিন আইএসএফকে সমর্থন করে ওই এলাকায় পঞ্চায়েত চালাচ্ছে কুতুবুদ্দিন। ওই এলাকায় আই এস এফ এর সঙ্গে তৃণমূলের ঝামেলা চলছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে। গতকালকের যে ঘটনা ঘটেছে এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ। যদিও কুতুবুদ্দিনের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে পর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলের যোগদান করেছে কুতুব উদ্দিন। গতকাল গভীর রাতে একদল দুস্কৃতীরা আমাদের বাড়ির লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে। বোমাবাজি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠক, গান্ধী ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বিরোধী নেতাদের সরকার বিরোধী মন্তব্য

শুধুমাত্র বৈঠক আয়োজন করলেই জয় সম্ভব নয় বলে মন্তব্য অখিল গগৈর, আসন বোঝাপড়া নিয়ে মন্তব্য ভূপেন বরা, রিপুণ বরা, মনোরঞ্জন তালুকদারের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ পূর্বে নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী অবশেষ ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠক। তবে শুধুমাত্র ১৫ টি দলের নেতাদের মধ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্তে রণকৌশল নির্ধারণ তথা আসন বোঝাপড়া নিয়ে আলোচনা নয় বরং ধুবড়ি জেলার চাপরের গান্ধী ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই জনসভায় বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বেশ কয়েকজন নেতা নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন। এরই মধ্যে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে অখিল গগৈ বলেছেন শুধুমাত্র বৈঠক আয়োজন করলেই জয় সম্ভব নয়। এই ১৫ টি দল একত্রিত ভাবে তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে প্রচার চালাতে হবে। তাছাড়া আসন বোঝাপড়া নিয়ে মন্তব্য করেছেন ভূপেন বরা, রিপুণ বরা, মনোরঞ্জন তালুকদার প্রমুখ। প্রসঙ্গত ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকের একদিন আগেই কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মঞ্চে থাকা ১৫ টি দলের মধ্যে শুধুমাত্র ৫ টি দল লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বাকি ১০ টি দল সরাসরি এই নির্বাচনে যোগ দেবে না। অর্থাৎ শাসক পক্ষ বিজেপি কিংবা বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ এই ১৫ টি দলের বিরোধি ঐক্য মঞ্চের সমালোচনায় এটাকে বিভিন্ন ক্লাবের ঐক্য মঞ্চ কিংবা সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে তুলনা করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্যের মিল দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই বিষয়টি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এই বৈঠকে স্থান পেয়েছে। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেছেন রাইজের দল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। এমনকি তাদের দলকে যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আসন ছেড়ে দেওয়া হয় এরপরেও রাইজার দল লোকসভা নির্বাচনে যোগদান করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে বুধবার ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকের মধ্যেই সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিম্ন করেছেন বিধায়ক তথা রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈ। বিরোধী ঐক্য মঞ্চের পূর্বের দুই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। তবে এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তিনি বলেন এভাবে বৈঠক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করে কোনো লাভ নেই। এভাবে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব হবে না। তবে এটা ঠিক মাঝে মধ্যে বৈঠক হওয়া উচিত। কিন্তু এর সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এই ১৫ টি দল একত্রিত ভাবে তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে প্রচার চালাতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল, চা বাগান এলাকায় এবং চর চাপরির তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। মাইক দিয়ে প্রচার অভিযান না চালালেও স্থানীয় এলাকাবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেটা না করে শুধুমাত্র বৈঠক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করে কোনো লাভ হবে না বলে বারংবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বর্তমান সময় পর্যন্ত একত্রিত ভাবে মঞ্চের কোথাও যাওয়া হয়নি। প্রতিটি দল পৃথক পৃথকভাবে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বিরোধীদক্ষ মঞ্চ জয়লাভ করতে সক্ষম হবে না বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক তথা রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈ। অন্যদিকে আসন বোঝাপড়া সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেবে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা জাতীয় দল গুলোর নেতৃত্ব দিল্লিতে রয়েছে। এমনকি কংগ্রেসের একইভাবে জাতীয় নেতৃত্ব থাকার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। সভাপতি বলেন প্রতিটি বিষয়ে অসমে মীমাংসা হবে সেটা নয়। এক্ষেত্রে কিছু বিষয় ইন্ডিয়া মিত্র জোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজ্য ভিত্তিতে যেই বিষয়গুলো মীমাংসা হতে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে সেটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে মীমাংসা করা হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করবে। তাছাড়া রাজ্য স্তরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রতিটি রাজনৈতিক দল আসন বোঝাপড়া সংক্রান্তে আলোচনা করবে। রাজ্য ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই আলোচনার সবিস্তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানানো হবে। অবশেষে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা ইন্ডিয়া মিত্র জোট এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এদিকে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা তৃণমূল কংগ্রেস আজও নিজেদের চারটি আসনের দাবিতে অনড় রয়েছে। এক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করে তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রিপুণ বরা বলেন আসন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আলোচনা চলছে এবং সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই সংক্রান্তে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দল গুলোর মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সময় অসময়ে টেলিফোনে ও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। রাজ্য ভিত্তিতে ফ্রেমওয়ার্ক প্রায় সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে। ঐক্য মঞ্চে থাকা বেশ কয়েকটি দল আসনের দাবি জানিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস চারটি আসন, আম আদমি পার্টি পাঁচটি আসন, সিপিআইএম একটি আসন, অসম জাতীয় পরিষদ একটি আসনের দাবি উত্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো আসনের দাবি জানাচ্ছে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাবি জানাবে বলে মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রিপুণ বরা। সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা কয়েকটি দল দুর্বল। তবে খেতে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন ১৫ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। বহু দল রয়েছে যারা অসমে দুর্বল কিন্তু অন্য কোথাও শক্তিশালী হিসাবে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে আরজেডি অসমে দুর্বল কিন্তু বিহারে তাদের সরকার রয়েছে। একইভাবে আম আদমি পার্টি অসমে সেভাবে শক্তিশালী না হলেও এই একই দলের দিল্লি এবং পাঞ্জাবের সরকার রয়েছে। ফলে প্রতিটি বিষয়ে খতিয়ে দেখে যাচাই করে আলোচনা চলছে। অধিকাংশ আসনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ৪-৫ টি আসনে বোঝাবুঝি হবে। কংগ্রেস যে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল সেটা মানতেই হবে। ফলে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস বাকি আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সিপিআইএম শুধুমাত্র বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আসনের দাবী জানিয়েছে। বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার।

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND
जोहार
अबुआ आवास
किसान पाठशाला मुख्यमंत्री रोजगार सृजन
कृषि ऋण माफी बिरसा हरित ग्राम
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि
ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण
सोना सोबरन धोती साड़ी
साइकिल वितरण
सरना आदिवासी धर्म कोड
100 यूनिट मुफ्त बिजली
बिरसा सिंचाई कूप
JSSC नियुक्तियां
JPSC नियुक्तियां
मुख्यमंत्री पशुधन
प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
1932 खतियान
ओबीसी-27%, एसटी-28%, एससी-12% आरक्षण
मरङ गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति
हरा राशन कार्ड
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार
फूलो झानो आशीर्वाद
अबुआ बीर अबुआ दिशोम
महिला सशक्तिकरण
CM उत्कृष्ट विद्यालय
निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण
सर्वजन पेंशन
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी
4 वर्ष
युवा झारखण्ड के बढ़ते कदम...
कार्यक्रम
दिनांक : 29 दिसंबर, 2023
समय : अपराह्न 1 बजे से
स्थान : मोरहाबादी मैदान, रांची
हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

নেতানিয়াহুর কাছে সংঘর্ষবিরতির আবেদন মাক্রোঁর

নেতানিয়াহু অবশ্য ফরাসি প্রেসিডেন্টের আবেদনে সাড়া দেননি। বরং এর্দোয়ানের সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছে তার। বুধবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর। মাক্রোঁ জানিয়েছেন, নেতানিয়াহুর কাছে সংঘর্ষবিরতির আবেদন জানিয়েছেন তিনি। গাজা স্ট্রিপে মানবিক সাহায্য পাঠানো এখন সময়ের দাবি। ফলে সেই মতো সংঘর্ষবিরতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বস্তুত, জর্ডনের সঙ্গে মিলিতভাবে গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে ফ্রান্স। গাজায় গিয়ে সরাসরি এই কাজে যোগ দেওয়ার কথাও বলেছে ফ্রান্স। মাক্রোঁর বিবৃতিতে একথা বলা হয়েছে। আবার খাদ্যসংকটের সতর্কতা জারি করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও)। বুধবার ডাব্লিউএইচওর প্রধান একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, এখনই পদক্ষেপ না নিলে এক ভয়ংকর খাদ্যসংকটের মুখে পড়বে গাজা স্ট্রিপ। কয়েকলাখ মানুষ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

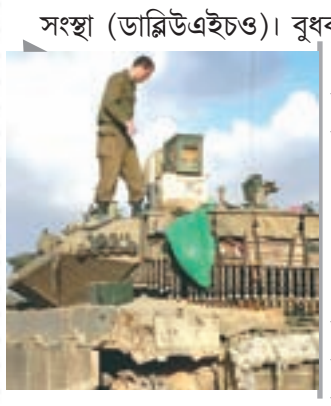

ডাব্লিউএইচও বিবৃতিতে বলেছে, গাজার সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছেন না মানবিক কর্মীরা। বহু জায়গায় তাদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। লড়াইয়ে তাদেরও প্রাণ গেছে। জিনিস নিয়ে তারা বার হলেই ক্ষুধার্ত মানুষ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে খাদ্যসংকট থেকে গাজাকে বাঁচানো যাবে না। এর আগেও এবিষয়ে দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। একাধিকবার সংঘর্ষবিরতির আবেদনও জানানো হয়েছে ডাব্লিউএইচওর তরফে। আঙ্কারায় এক সভায় নেতানিয়াহুকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ান। শুধু তাই নয়, জার্মানির সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, জার্মানি এখনো অতীতের ভুলের খেসারত দিচ্ছে। সে কারণেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছে না। এর্দোয়ানের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, কুর্দদের গণহত্যা করেছেন এর্দোয়ান। বস্তুত, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, হামাস নেতাদের সাহায্য করেছে তুরস্ক। কিন্তু ইসরায়েল হামাসকে শেষ না করে এই অভিযান বন্ধ করবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আক্রমণ চালায় হামাস। হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। বহু মানুষকে পণবন্দি করে হামাস। তারপরেই হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে ইসরায়েল। হেজবোল্লাহ ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ইসরায়েলের সেনা। তারই জবাবে দক্ষিণ লেবাননে পাল্টা রকেট হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। বস্তুত, হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই হেজবোল্লাহ একাধিকবার ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলও তার জবাব দিয়েছে।

জানা অজানা

পোশাক কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাইয়ের অভিযোগ

বাংলাদেশে অক্টোবরে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের পর বহু শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে দাবি করেছে তিনটি শ্রমিক ইউনিয়ন। তবে মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, এমন তথ্য তাদের জানা নেই। গত অক্টোবরে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে নামেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকেরা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সহিংসতায় চার শ্রমিক নিহত ও শতাধিক আহত হন। অজ্ঞাত পরিচয়ের কয়েকশজনের বিরুদ্ধে ভাংচুরের অভিযোগে মামলা করে পুলিশ। বাংলাদেশের শ্রমিকদের তিনটি সংগঠন বলছে, এই ঘটনার পর কারখানার মালিকেরা আন্দোলনে অংশ নেয়া শ্রমিকদের ছাঁটাই করছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, ন্যাশনাল গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ইউনিট কাউন্সিলের হিসাবে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে অথবা তারা পালিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।ডুকাটি অ্যাপারেল নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক দেলোয়ার হোসেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি জানান ডিসেম্বরের শুরুর দিকে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া এবং বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ''আমাকে কারখানাতেই ঢুকতে দেয়া হয়নি।'' ডুকাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক খায়ের মিয়া জানান আন্দোলনের সময় ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিক তার কারখানা ভাংচুর করেছেন। কিন্তু এজন্য কাউকে ছাঁটাই করা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। আন্দোলনের কারণে ১০ দিন বন্ধ থাকলেও তারা শ্রমিকদের পুরো বেতন পরিশোধ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বলেন, ''আমি আমার শ্রমিকদের এবং কারখানাকে পরিবারের মতন ভালোবাসি।'' এদিকে মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান রয়টার্সকে জানিয়েছেন তিনি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিষয়ে অবগত নন। এই ধরনের ঘটনা নজরে আসলে তারা পদক্ষেপ নেবেন বলেও জানান তিনি। রয়টার্স জানিয়েছে, এই বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধে সাড়া দেয়নি বাংলাদেশের শ্রম মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে, আশুলিয়ার পুলিশ কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম বার্তা সংস্থাটিকে বলেছেন তারা আন্দোলনে অংশ নেয়ার কারণে কোনো শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেননি।

ইন্দোনেশিয়ায় ছাত্রদের রোহিঙ্গাবিরোধী বিক্ষোভ

একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেয় ছাত্ররা। শরণার্থীদের একটি ট্রাকে তুলে দেয় তারা।

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমে বান্দা আচে শহরে এই ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা ছাত্ররা বুধবার কার্যত হামলা চালায় একটি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। সেখানে একটি সরকারি হলে ১৩৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে থাকার জায়গা দেয়া হয়েছিল। ছাত্ররা সেখানে গিয়ে প্রথমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপর পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে তারা ঢুকে পড়ে অভিবাসী শিবিরে। সেখান থেকে অভিবাসীদের একটি ট্রাকে তুলে অন্য এক জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে তারা। হাতের কাছে যা আছে তা নিয়ে দুইটি ট্রাকে উঠতে বাধ্য হন অভিবাসীরা।

কমল রায়
প্রাবন্ধিক

ছাত্রদের বক্তব্য, অভিবাসীদের একটি সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ওই অভিবাসীদের ডিপোর্ট করতে হবে সরকারকে। তাদের আর ইন্দোনেশিয়ায় থাকতে দেওয়া যাবে না।

গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত মানবাধিকার কর্মীরা। এদিনের ঘটনার যে ভিডিও ফুটেজ মিলেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে সহায়সম্বলহীন ভাবে ট্রাকে উঠছেন অভিবাসীরা। কেউ কেউ কাঁদছেন। কেউ প্রার্থনা করছেন।

ইন্দোনেশিয়ার প্রশাসন জানিয়েছে, ইন্টারনেটে ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর ছড়িয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। ভুয়া খবর এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে, যাতে ছাত্রদের একত্রিত করা যায়। ভুয়া খবরের উপরের ভিত্তি করেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছাত্ররা এই বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসন আগেই কেন কোনো ব্যবস্থা নিল না!

গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত সংস্থা ইউএনএইচআরসি। তারা জানিয়েছে, অবিলম্বে ওই অভিবাসীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউএনএইচসিআরও জানিয়েছে, ভুয়া খবরের উপর ভিত্তি করে এই গোটা ঘটনা ঘটেছে।

মিয়ানমার থেকে প্রচুর অভিবাসী ইন্দোনেশিয়ায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু শহরে তাদের অস্থায়ী আশ্রয় শিবির দেয়া হয়েছে।

বাল্টিক সাগর উপকূলে পরিবেশ রক্ষায় নেচার ম্যানেজার

কিলিয়ান বায়ার

বিশ্বের অনেক অঞ্চলের মতো ইউরোপের বাল্টিক সাগর উপকূলের পরিবেশও হুমকির মুখে পড়ছে। ডেনমার্কের এক জনপদে এক নেচার ম্যানেজার স্থানীয় পর্যায়ে সেই সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করছেন।

ইউরোপের উত্তর সাগর সংলগ্ন অঞ্চলে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে। ছুটি কাটানোর জায়গা হিসেবে জায়গাটি বেশ জনপ্রিয়। ডেনমার্কের ভাইলে ফিয়র্ড উপকূল দেশের সবচেয়ে দামী বসতি এলাকার অন্যতম।

কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের একটা কালো দিকও রয়েছে। জেলে হিসেবে প্রতি সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ে লাসে মাকেলসেন দেখতে পাচ্ছেন, ফিয়র্ড কীভাবে ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। ফিয়র্ডের নীচে অ্যালজি গজিয়ে উঠে পানি ঘোলাটে করে দিচ্ছে। ফলে মাছ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদ আলো ও অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকদের তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, যে ফিয়র্ডের তলদেশে আর প্রাণের প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই। আগে সেখানকার উপকূলে কর্ড, ফ্লাউন্ডার ও লাম্পফিশের ঝাঁক দেখা যেত।

লাসে আসলে মাছ ধরে অবসর জীবনের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন। আজ আর তিনি মাছ ধরতে বেরোতেই চান না। তিনি বলেন, ''কেউ কিছু করছে না বলে ক্রোধ ও হতাশার সংমিশ্রণ অনুভব করি। আমার মতে, যাদের কিছু করার কথা ছিল, তারা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।''

মিকেলসেনের মতে, বিশেষ করে ডেনমার্কের চাষিদের কারণে এমন অবস্থা দেখা যাচ্ছে। বাল্টিক সাগরের উপকূলের কাছে তাঁদের কর্মকাণ্ড। মাত্র ৬০ লাখ জনসংখ্যার দেশে গরু ও শুকরের সংখ্যা মানুষের প্রায় দ্বিগুণ।

অনেক চাষি নিজেদের জমিতে সার দেন, যা শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। ফিয়র্ড থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ক্রিস্টিয়ান আরিল্ড মাডসেনের চাষের জমি। ফসফেট ও নাইট্রেটের মাত্রা যতটা সম্ভব কমিয়ে দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন।

কোন গাছের গোড়ায় সার দিতে হবে, আর কোন গাছে এখনই যথেষ্ট সার আছে, স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবির সাহায্যে তিনি সেটা দেখতে পান। কিন্তু তাঁর মতে, একেবারে সার না দিলে চলবে না। ক্রিস্টিয়ান বলেন, ''আমি মনে করি আমরা নাইট্রোজেন কমিয়ে ভালো করেছি। তবে এর বেশি এগোতে পারবো বলে মনে হয় না। চাষি হিসেবে নিম্নসীমা এর থেকে কমানো বোধহয় মেনে নিতে পারবো না।''

চাষি হিসেবে তাঁর বক্তব্য, উদ্ভিদের পুষ্টির প্রয়োজন। তা না হলে শস্যের ফলন হবে না। যবে থেকে তিনি সারের মাত্রা কমিয়ে দিয়েছেন, তখন থেকে তাঁর খেতের গাছগুলি উচ্ছিষ্ট সম্বল করে বেঁচে আছে।

মাড্স ফিয়েল্ডস্যো ক্রিস্টেনসেন এমন উভয় সংকট সম্পর্কে সচেতন। জীববিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ভাইলে ফিয়র্ড এলাকার ইকো সিস্টেম পুনর্গঠনের দায়িত্বে রয়েছেন। তথাকথিত এই নেচার ম্যানেজার সব পক্ষের যুক্তি, তর্ক ও তথ্য জানেন। মাড্স বলেন, ''বর্তমানে আমরা জানি, যে ভাইলে ফিয়র্ডের পানিতে যে পুষ্টি বয়ে আসে, তার প্রায় ৮০ শতাংশের উৎসই কৃষিক্ষেত্র। প্রায় দশ শতাংশ আসে শহরের নর্দমা এবং আরো দশ শতাংশ মাছের ভেড়ি থেকে। ফলে কোন দিকে নজর দেওয়া উচিত, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট।''

নাইট্রেটের কারণে অ্যালজির অভাবনীয় বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। গোটা ফিয়র্ডই ঢেকে যাচ্ছে। এমনকি সিগ্রাসও আলোর অভাবে মরে যাচ্ছে।

অথচ বাল্টিক সাগর উপকূলের ইকো সিস্টেমে সিগ্রাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির একটি। সিগ্রাস অক্সিজেন সৃষ্টি করে এবং ছোট মাছগুলির বাঁচার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে। সে কারণে ক্রিস্টেনসেন ও তাঁর টিম সিগ্রাসের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করছেন।

এই রেস্টোরেশন প্রকল্প বেশ জটিল। নতুন প্রাচীর তৈরি করে সেখানে শেল বা ঝিনুকের প্লান্টেশন সৃষ্টি করা হচ্ছে। ব্লু শেল নোংরা পানি ফিল্টার বা পরিশোধন করে। ফলে আরো আলো প্রবেশ করছে। সবকিছু মিলেমিশে যায়।

তবে খুব কম সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতির আবার অবনতি ঘটতে পারে। পানিতে খুব বেশি পুষ্টি প্রবেশ করলে অ্যালজি ফিরে আসতে পারে। নেচার ম্যানেজারের দুশ্চিন্তা শুধু ভাইলে ফিয়র্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মাড্স ফিয়েল্ডস্যো ক্রিস্টেনসেন মনে করেন, ''আমরা এই ব্রেকিং পয়েন্টে এসে পড়েছি। গত পাঁচছয় বছরে সিস্টেম ভেঙে পড়েছে। তাই এটা সবে সূচনা। গোটা বাল্টিক অঞ্চল জুড়ে আমরা এমন পরিস্থিতি দেখবো।'' এই ফিয়র্ড বাঁচাতে সবাই আরো দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে মিকেলসেন আশা করছেন। কারণ ডেনমার্ক বর্তমানে এমন সব সমস্যার সমাধান খুঁজছে, যা গোটা বাল্টিক সাগর উপকূলকে হুমকির মুখে ফেলছে।

কাশ্মীরে সেনা হেফাজতে মৃত্যুর তদন্ত হচ্ছে

সামরিক হেফাজতে থাকা তিন বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর তদন্ত করছে সেনা। চার ভারতীয় সেনার মৃত্যুর পর তাদের আটক করা হয়। পুঞ্চে ভারতপাক সীমান্তের কাছে চার সেনার মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী ১১ জন বেসামরিক মানুষকে আটক করে। মৃত তিনজন তার মধ্যে ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদীরা পুঞ্চে সেনার গাড়ি আক্রমণ করে। এই ঘটনায় চারজন সেনা নিহত হন। সংবাদসংস্থা এএফপিকে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কাশ্মীরের পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, সেনার তরফে ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কীভাবে তিনজন বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হলো, তা তদন্ত করে দেখা হবে। সেনার উপর আক্রমণের ঘটনার পরই পুঞ্চ ও রাজৌরিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। গত কয়েক মাসে পুঞ্চে এই নিয়ে পাঁচবার সেনার উপর আক্রমণ হলো। সবমিলিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

গত সপ্তাহান্তে কয়েকজন আটক ব্যক্তির সঙ্গে ভারতীয় সেনার ব্যবহার নিয়ে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে ৫২ বছর বয়সি মোহাম্মদ আশরাফ বলেছেন, তাকে ও অন্য আটকদের মারা হয়েছে এবং ক্ষতে মরিচগুড়া দেয়া হয়েছে। তদন্ত শুরু হওয়ার পর তিনজন সেনা অফিসারকে তাদের ডিউটি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

সাময়িকী

বিতর্কিত আইপিএস রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি পদে রাজীব কুমারের নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক। সারদা মামলায় তথ্য লোপাটের অভিযোগ রয়েছে এই পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে।

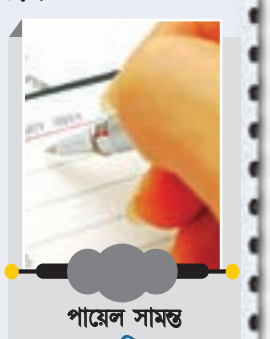

পায়েল সামন্ত
প্রাবন্ধিক

২০১৯ সাল থেকে বিতর্ক তাড়া করছে রাজীবকে। কেন্দ্রীয় সংস্থা তার বাসভবনে অভিযান চালালে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাকে পুলিশের শীর্ষ পদে বসানো হল।

রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে মনোজ মালব্যর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়েছে বুধবার। তিনি 'এক্সটেনশন' না পাওয়ায় নবান্ন ঘোষণা করেছে, বৃহস্পতিবার থেকে নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার। মালব্য এদিন থেকেই রাজ্য পুলিশের উপদেষ্টার পদে থাকবেন তিন বছরের জন্য। ১৯৮৯ ব্যাচের আইপিএস রাজীব দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসেবেই পরিচিত। সিআইডিতে যোগ দিয়ে আমেরিকান সেন্টারে হানা, খাদিম কর্তা অপহরণসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। বিধাননগর ও কলকাতা পুলিশের কমিশনারের পদও তাকে দেয়া হয়। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা সারদার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিপুল টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে এরপর। যে কেলেঙ্কারির সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের যোগ রয়েছে বলে হইচই পড়ে যায়। ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার এই মামলার তদন্তভার দেয় রাজীব কুমারকে।

অর্থলগ্নি সংস্থার বিপুল টাকা আত্মসাতের নেপথ্যে কারা রয়েছে, সেটাই তদন্ত করে দেখার ভার ছিল রাজীবের উপর। কিন্তু তার বিরুদ্ধেই এই মামলায় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সংস্থা এই মামলার তদন্তভার পায়। সিবিআই রাজীবের বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু করে ২০১৯ সালে। এরপর নাটকীয় মোড় নেয় রাজীব পর্ব। সেই বছরের ফেব্রুয়ারিতে পুলিশকর্তার সরকারি আবাসনে অভিযান চালায় সিবিআই। এই খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিবিআই অভিযানের প্রতিবাদে ধর্মতলায় শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে ধর্নায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর এক সপ্তাহের মধ্যে মেঘালয়ের শিলংয়ে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন রাজীব। সেখানে ডেকে পাঠানো হয় সারদা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া কুণাল ঘোষকে। তাদের মুখোমুখি বসিয়ে প্রশ্ন করা হয়।

রাজীব কুমার যখন সারদা তদন্তের দায়িত্বে সেই সময় রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তার করে শাসক দলের সাবেক সাংসদ কুণালকে। সাড়ে তিন বছর জেলে কাটাতে হয় তাকে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীসহ সাংসদ, মন্ত্রীদের দিকে আঙুল তোলেন কুণাল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের দাবিও তোলেন। তার কণ্ঠস্বর চাপা দিতে পুলিশকে প্রিজন ভ্যান চাপড়াতে দেখা যেত।

এভাবে যে কুণালের মুখ বন্ধ করতে চাইত পুলিশ, তিনিই এখন শাসক দলের এক নম্বর মুখপাত্র। রাজীব ডিজি হওয়ার পর বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। কুণাল বলেন, এই দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তবে আমার মত নির্দোষকে কারো নির্দেশে আর বলি দেবেন না। তাতে আগামী দিনগুলি ভালো যাবে না।

বিরোধীদের বক্তব্য, রাজীব রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনেই কাজ করতেন, যার মাথায় ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তার নির্দেশে কুণালকে গ্রেপ্তার করা হয়, এমন ইঙ্গিত কি দিতে চেয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র?

সারদা বিতর্কে জড়িয়ে পড়া রাজীব গত কয়েক বছর এ রাজ্যে দায়িত্বে ছিলেন না। সিবিআই তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ জানিয়ে হলফনামা দিলেও মামলায় বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিতে হয় রাজীবকে। আগামী ৪ জানুয়ারি সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা শীর্ষ আদালতে।

এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী। তার মন্তব্য, সারদা মামলার নথি নষ্ট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাইরে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন রাজীব কুমার। তার বিনিময়ে ডিজি পদে নিযোগ করে নতুন বছরের উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সিবিআই কেন এ নিয়ে বিশেষ তৎপর নয় সেটা দেখতে হবে।

২০১৯এ রাজীবকে ঘিরে নয়া বিতর্কের সূত্রপাত হয় তার নিযোগে ঘিরে। তাকে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের প্রধান সচিব নিযোগে করে নবান্ন। সাধারণত আইএএস অফিসাররা এই পদে বসেন। এই বিষয়টি টেনে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, আইটি দপ্তরের সচিব পদে বসিয়েছিলেন বিরোধীদের উপরে নজরদারি করতে। পেগাসাস ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে আড়িপাতার কাজ করেছেন প্রতিবাদী এবং বিরোধীদের উপরে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে রাজীবের নিযোগকে চ্যালেঞ্জ করার কথা বলেছেন সেলিম। আগামী বছরের গোড়ায় ভারতে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে ডিজি পদ থেকে রাজীবের অপসারণ চাইতে পারে বিরোধীরা।

অতীতেও এমন নজির রয়েছে। ২০১৬ সালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হন রাজীব। সেই বছরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিশন সরিয়ে দেয় তাকে। ভোটের পর নবান্ন ফের তাকে বহাল করে।

প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সারদা কেলেঙ্কারির নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে আনতে বলেছিল। সেই তদন্ত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। সারদার তথ্যপ্রমাণ লোপাটে অভিযুক্ত যে পুলিশ অফিসার সরকার ও তৃণমূলের নেতাদের বাঁচিয়েছিলেন, তিনি পুরস্কার পেলেন। অনেকটা গিভ এন্ড টেক পলিসির মতো।

এতে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজা ধর চক্রবর্তী বলেন, পুলিশের যিনি সর্বোচ্চ পদে, তিনি অভিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে আদালতে হলফনামা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারছে, এই অফিসারকে মাথায় রেখে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুলিশ ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কমিশন সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করতেই পারে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বিজেপিবিরোধী জোট জাতীয় নির্বাচনের আগে সমঝোতার পথ খুঁজছে

কলকাতা ঃ ভারতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের মাসচারেক আগে এখনো বিরোধী জোটের - যার আনুষ্ঠানিক নাম 'ইন্ডিয়া' - কোনো নির্দিষ্ট চেহারা বা কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে না। ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে নির্বাচন নিয়ে একটা দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে ধারনা করা হয়েছিল। তেমন কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

শুধু তাই নয়, বিরোধী জোটের বিভিন্ন নেতারা যে ভাষায় কথা বলেছেন তা থেকে স্পষ্ট যে তাদের গঠনমূলকভাবে কাছাকাছি আসার কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। যদিও তার অর্থ এই নয় যে ভারতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) খুব নিশ্চিন্তে আছে কারণ দশ বছরের (২০১৪-২৪) একটা স্বাভাবিক 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' বা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে।

কিন্তু সেই হাওয়া কাজে লাগাতে মাঠ পর্যায়ে যে একতা প্রয়োজন, বছরের শেষে তা দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

পাঁচ বছর আগে অনুষ্ঠিত ২০১৯ সালের লোকসভার ফলাফলের নিরিখে বিজেপি বিরোধী দলগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে ছিল কংগ্রেস। তারা পেয়েছিল ৬০ আসন। দ্বিতীয় স্থানে তামিলনাড়ুর ডিএমকে, তারা পেয়েছিল ২৪ আসন এবং তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল পেয়েছিল ২২ আসন। ফলে কংগ্রেস ও ডিএমকে'র পরেই যুগ্ম ভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শক্ত অবস্থান

তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের যা সম্পর্ক তাতে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে রয়েছে ৪২টি লোকসভা আসন, সেখানে তাদের মধ্যে আসন সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্ষীন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূল কংগ্রেসের এক বর্ষীয়ান এমপির কথায়, কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ৮ থেকে ১০টি আসন আশা করছে। কংগ্রেস গত লোকসভা নির্বাচনে ৫.৬ এবং বিধানসভা নির্বাচনে ২.৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে তাদের একটি কি দু'টির বেশি আসন ছাড়া সম্ভব নয়। তবে আলোচনার পথ সব সময়ই খোলা রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ওই এমপির কথা থেকে স্পষ্ট যে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য সমঝোতা ব্যর্থ হলে, তার বিরাট সুবিধা বিজেপি পাবে না কারন ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন বলছে পশ্চিমবঙ্গে সংঘাতটা সরাসরি হচ্ছে দু'টি দলের মধ্যে - তৃণমূল এবং বিজেপি। কংগ্রেস বা বামফ্রণ্টের বিরাট ভোট কাটার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু যেখানে আছে, সেখানে বিরোধী জোটের মধ্যে লড়াইয়ে বিজেপির উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রভূত। যেমন দিল্লী।

এখানে ইন্ডিয়া জোটের দুই দল আম আদমি পার্টি (আপ) এবং কংগ্রেস দু'জনেই শক্তিশালী। গত লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে কংগ্রেস পেয়েছিল সাড়ে ২২ শতাংশ ভোট, আবার গত দু'টি মেয়াদে (২০১৫, ২০২০) রাজ্য বিধানসভায় জিতে দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে আপ।

এই দুই দলের মধ্যে ভোট কাটাকাটি হলে বিজেপির বেশি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই ধরনের ভোট কাটাকাটির ফলে ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির ভোট চলে গিয়েছিল ৫০ শতাংশের উপরে এবং তারা দিল্লিতে জিতেছিল সাতটির মধ্যে সাতটি আসনেই। ফলে আপ এবং কংগ্রেসের মধ্যে দিল্লির সাতটি আসন নিয়ে সমঝোতার প্রয়োজন। সেটা হয়নি এবং হওয়ার সম্ভাবনাও কম, কারণ পাঞ্জাব রাজ্যে ক্ষমতাসীন আপের শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়েছে যে সেই রাজ্যে কংগ্রেস এবং আপের মধ্যে কোনো আসন সমঝোতা তারা সমর্থন করছে না। ফলে দিল্লিতেও সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আম আদমি পার্টি নেতা আরভিন্দ কেজরিওয়াল (ডানে), সাথে পাঞ্জাবে দলের নেতা ভাগওয়ান্ত মান, বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিজয়ের পর।

এই ধরনের আসন সমঝোতা যদি ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে বড় রাজ্যগুলিতে না হয় তবে প্রশ্নাতীত ভাবে তার সুবিধা পাবে বিজেপি।

ভারতে ২৮ রাজ্য এবং দিল্লির মধ্যে অন্তত ১০টি এমন বড় রাজ্য রয়েছে (মোট ৫৪৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে তিনশো'রও বেশি আসন) যেখানে ইন্ডিয়ার শরিকদের মধ্যে আসন সমঝোতা না হলে লাভ একক ভাবে বিজেপ্রি।

বিজেপির হিন্দুত্ববাদী আদর্শ

ভারতের পত্রপত্রিকা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে বলছে, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আসন সমঝোতার বিষয়টি তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত করে ফেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এর পরে বাকি দলগুলির মধ্যে জানুয়ারি মাসের মধ্যে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হবে, তাহলেও সেই সমঝোতা নিয়ে নানান প্রশ্ন ওঠে।

যেমন একটা সম্ভাব্য প্রশ্ন হল, শেষ মুহূর্তে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা এই সমঝোতা কি একটা সুবিধাবাদী (ওপারচুনিস্টিক) সমঝোতা নয়? প্রশ্ন দিল্লির রাজনৈতিক বিশ্লেষক শান্তনু চক্রবর্তীর।

বিজেপির মত একটা দল একদিকে অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী। অন্যদিকে দলটি একটা আদর্শের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ভারতের একটা অংশের মানুষের পছন্দ হোক বা না হোক সেই হিন্দুত্ববাদী আদর্শ গত এক দশক ধরে বিজেপিকে সাহায্যই করেছে, মন্তব্য চক্রবর্তীর।

এই রকম একটা আদর্শের বিপরীতে একটা সুবিধাবাদী আদর্শ নিয়ে নির্বাচন লড়তে গেলে কি ফল হয়, সেটা অতীতের নির্বাচন থেকেই প্রমাণিত বলে মনে করেন চক্রবর্তী।

তা সত্ত্বেও ভারতের ২৮ দলের বিরোধী জোট এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট ন্যারেটিভের ভিত্তিতে একটা দিকনির্দেশনা দেয়নি, একটা ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেনি এবং পারবে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনো পরস্পরের বিরুদ্ধে ছোট ছোট ইস্যুতে বিষোদগার করছেন (জনতা দল ইউনাইটেডের নেতা নীতিশ কুমার ডিএমকে দলের তামিল নেতা টি আর বালুকে বৈঠকে বলেছেন ভারতীয়দের হিন্দি ভাষা শেখা জরুরি, যেহেতু তামিলভাষী বালু নিতীশ কুমারের হিন্দি ভাষনের ইংরেজি অনুবাদ চেয়েছিলেন)। এই অবস্থায় ইন্ডিয়া জোট নিয়ে খুব একটা আশা না রাখাই ভালো, বলেন চক্রবর্তী।

কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব যেমন একটি বাংলা পত্রিকাকে বলেছেন, ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের দিনই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন এবং এই বৈঠকে চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট কংগ্রেস। পরস্পরের পিছনে ছুরি মারামারির এই বাতাবরণে ইন্ডিয়া জোট শেষ পর্যন্ত কত দূর এগোতে পারবে বলা মুশকিল।

সম্প্রতি ভারতের যে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হলো, তার মধ্যে অন্তত চারটি রাজ্যে শক্তিশালী শরিকের ভূমিকায় ছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারা ছোট দলের সঙ্গে আসন সমঝোতায় কোনো উৎসাহ দেখায়নি।

ভারতের একাধিক পত্রপত্রিকা জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা নেতা কমলনাথ সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট বাঁধতে রাজি হননি। মধ্যপ্রদেশে কমজোরি হলেও উত্তরপ্রদেশের প্রধান বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টি। এই অবস্থায় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে উত্তরপ্রদেশে আসন ছাড়বে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আর তাদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হলে তাতে লাভ বিজেপির।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের শীর্ষ দুই নেতা রাহুল গান্ধী এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে রাজস্থানে কংগ্রেসের সেনাপতি অশোক গেহলোতকে এটা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে কেন ওই রাজ্যে কংগ্রেসের পুরনো প্রার্থীদের মনোনয়ন না দিয়ে নতুন মুখ আনা প্রয়োজন। প্রচার মাধ্যমকে এমনটাই জানিয়েছে কংগ্রেসেরই সূত্র। রাজস্থানে পুরনো কংগ্রেসের প্রার্থীদের প্রায় সবাই হেরে গিয়েছেন।

কংগ্রেসের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে রাহুল গান্ধীর পক্ষে রাজ্যস্তরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেওয়া কোনোটারই ক্ষমতা নেই। যেটা নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির আছে। ফলে কমলনাথ বা গেহলতের মত আঞ্চলিক স্তরে প্রভাবশালী নেতারা কংগ্রেসের দিল্লির নেতৃত্বকে মানতে নারাজ। তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে রাহুলের কথা শুনে নিজ নিজ রাজ্যে অন্য দলকে আসন ছাড়বে এমনটা ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে, মন্তব্য চক্রবর্তীর।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং আইনজীবী তিস্তা শেতলবাদ অবশ্য জোটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা আশাবাদী। তিনি বললেন যে বিজেপির মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে খানিকটা হলেও একটা আশা তৈরি করতে পেরেছিল ইন্ডিয়া জোট।

ভারতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই জোটের অধীনে।

ভারতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই জোটের অধীনে।

গত জুলাই মাসে জোট তৈরি হওয়ার পরে আশাহত হওয়ার মতো অনেক কিছু ঘটলেও, অন্তত কিছু বিষয়ে একমত হওয়া গেছে বলে মনে করেন শেতলবাদ।

একটা দিকনির্দেশনা তো পাওয়া গিয়েছিল। যেমন এই যে বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল জাতপাত-ভিত্তিক সংরক্ষণের কথা বলছেসেটা নিয়ে একটা মত বিনিময় হয়েছে, অনেক শরিক একমতও হয়েছেন অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর নির্দিষ্ট শুমারি হতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, শুমারির পরে সংরক্ষণের ধাপগুলি কি হবে। কিভাবে সরকারি চাকরিতে খালি পদ পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে থেকে পূর্ণ করা হবে? প্রশ্নগুলি কঠিন, ঠিকই। কিন্তু জোট গঠন না হলে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতো না। এটাকে আমি একটা ইতিবাচক ধাপ হিসাবে দেখছি, মন্তব্য শেতলবাদের।

গুজরাট দাঙ্গায় নিহতদের পরিবারের হয়ে দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছেন শেতলবাদ। বর্তমানে লড়াই করছেন সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে এবং এই সামাজিক অসাম্যকেই একটা ন্যারেটিভের মধ্যে দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে সামনে আনা জরুরী, বললেন তিনি।

শুধু সংরক্ষণ নয়, কর্মহীনতা ভারতে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই জোট যদি সেটা সামনে আনতে পারেআগামী এক-দেড় মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক, দলিত, মহিলা এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে এবং তাদের কিছুটা এক করতে পারে, তাহলে একটা বড় লড়াই দিতে পারবে ইন্ডিয়া জোট।

''সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোট গঠনের ফলে, ক্ষীন হলেও একটা আশার আলো কোথাও দেখা যাচ্ছে, বললেন তিস্তা শেতলবাদ।

বিজেপির অস্বস্তির অবশ্য আরো একটা কারণ রয়েছে। সেটা হলো প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া।

অনেক রাজ্যে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ভাল সংখ্যক ভোট আছে।

অনেক রাজ্যে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ভাল সংখ্যক ভোট আছে।

একশো কোটি ভোটারের দেশে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া থাকবেই, আছেও। ফলে লড়াইকে হালকা ভাবে নেওয়া চলবে না বলে মন্তব্য করলেন করলেন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অর্থনীতি শাখা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সর্বভারতীয় যুগ্ম আহবায়ক ধনপতরাম আগরওয়াল।

তিনি বললেন, বিরোধীদের ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই।

একাধিক রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, দিল্লি, বিহার-সহ বেশ কিছু রাজ্যে বিরোধীদের ভাল রকম ভোট রয়েছে। অনেক জায়গা তারা ক্ষমতায় রয়েছে। যেখানে ক্ষমতায় নেই সেখানেও তাদের ভালো ভোট রয়েছে।

''সাম্প্রতিক, বিধানসভা নির্বাচনেও দেখা গেল, তিন রাজ্যে হেরে গেলেও প্রধান বিরোধী কংগ্রেস ভালো রকম ভোট পেয়েছে (৪০ শতাংশ বা তার বেশি)। অনেক রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় থাকলেও, কংগ্রেসের ভালো রকম ভোট রয়েছে, যেমন আসামে। ফলে আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সেটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি, বললেন আগরওয়াল।

তিনি যোগ করলেন আরও একটা কথা। তবে সবচেয়ে বড় কথা আমাদের দলে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি এবং তিনি এখনো জনপ্রিয়তায় বিরোধীদের থেকে কয়েকশো মাইল এগিয়ে। যেভাবে তাঁর নেতৃত্বে কোভিড-পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনীতির স্বাস্থ্য উদ্ধারে কাজ হয়েছে, তাতে বিজেপির জেতা নিয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়।

গত লোকসভা নির্বাচনের বছরখানেক আগে ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে কাশ্মীরের প্রয়াত সাংবাদিক সুজাত বোখারীর শ্রীনগরের বাড়িতে এক নৈশভোজে বর্ষীয়ান সম্পাদক প্রেমশংকর ঝা এই প্রতিবেদকের উপস্থিতিতে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, বিজেপি-বিরোধী শরিকদের মধ্যে জোট হবেই, তাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন।

গতবারের (২০১৪) মতো জোট হীন নির্বাচন হবে না, বলেছিলেন অভিজ্ঞ সম্পাদক।

সেই জোট হয়নি। আগামী বছরের (২০২৪) নির্বাচনে সেই জোট দানা বাঁধবে কিনা, আসন সমঝোতা হবে কিনা, সে প্রশ্ন এখনো ভাবাচ্ছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের, বিজেপি ক্ষমতায় আসার দশ বছর পরেও।

টুকরো খবর

ব্ল্যাকহোলএর সন্ধানে প্রথমবার রকেট পাঠাচ্ছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা

নয়া দিল্লি ঃ প্রথম বারের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো তার অত্যাধুনিক রকেট পাঠাচ্ছে মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল নিয়ে গবেষণা করার জন্য। এতদিন নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ব্ল্যাকহোল এর খোঁজ দিত। ভারতের প্রথম এক্সরে পোলারিমিটার স্যাটেলাইট বা এক্সপোস্যাট (XPoSat) উৎক্ষেপণ করতে চলেছে ইসরো। নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা পিএসএলভি রকেটে চাপিয়ে এক্সপোস্যাট কে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পৌঁছে দেবে। সেখানে থেকেই নিউট্রন তারার জন্ম মৃত্যু, কৃষ্ণগহ্বরদের শিকারপর্ব, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের বিচ্ছুরণ দেখবে ইসরোর স্যাটেলাইট। সেই সংক্রান্ত খবর পাঠাবে পৃথিবীতে, ইসরোর গবেষণা কক্ষে। ভারতের তৃতীয় চন্দ্রযাত্রা সফল। চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরু অভিযান সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়। এই মুহূর্তে সূর্যে অভিযান করছে সৌরযান আদিত্য এল-১। জানুয়ারির ৬ তারিখের মধ্যে তা সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছবে। তারই মাঝে ব্ল্যাকহোল, নিউট্রন নক্ষত্রদের খবর আনতে মহাকাশে রকেট পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইসরো। মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই নিউট্রন তারা বা নিউট্রন স্টারেরা ভরে, আকারে সূর্যের চেয়েও বহুগুণ বড় হয়। এদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্ল্যাকহোলদের মধ্যে অনেকেরই ভর সূর্যের ভরের চেয়ে প্রায় ২৩ গুণ বেশি। মহাকাশের বিশালাকৃতি মহাজাগতিক বস্তুদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষের ফলে তৈরি হয় তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যা ঢেউয়ের মতো কম্পন তুলে ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে। এই ঢেউয়ের কম্পনকেই বলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (Gravitational Wave)। আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে এমন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এবার এরই খোঁজে মহাকাশে চোখ রাখতে চলেছে ইসরো।

ইউক্রেন নীতি নিয়ে ইউরোপের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে

প্যারিস (মার্ক লিওনার্ড) ঃ ইউক্রেনকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আলোচনায় সম্মত হতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সময় নিয়েছে মাত্র আট ঘণ্টা। ইইউর মানদণ্ডে সময়টা খুবই কম। আপাতদৃষ্টে ইইউর এই সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির জয়। তবে এই জয় বহুমূল্য। সদস্যপদ প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ওরবান ইউক্রেনের জন্য ৫৫ বিলিয়ন ডলারের অনুদান ছাড়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ফেলেছেন। আত্মরক্ষার জন্য ইউক্রেনের এই অর্থের খুবই প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর পূর্তির আগে সবকিছু মিলে ইউরোপ পড়েছে দোটানায়। ইইউর ইউক্রেন নীতি তিনটি প্রধান ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনের জয়ের সংজ্ঞা কী হবে, সে ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো, ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার হলে ধরে নিতে হবে ইউক্রেন যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। স্মরণযোগ্য, যুদ্ধের প্রথম পর্বে ইউক্রেন যত দিন পর্যন্ত না দেশটির হৃত অংশ পুনরুদ্ধার করতে পারছে, তত দিন পর্যন্ত সমর্থন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছিল মিত্ররা। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের রাশিয়া নীতির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাশিয়াকে একঘরে করে ফেলা। পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে মস্কোর সেঃট পিটার্সবার্গ ছেড়ে গেছে, জি-৭-ভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার তেলের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার কূটনীতিকদের বের করে দিয়েছে। সর্বশেষ, শীতল যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইউরোপের নির্ভরতা এখন সর্বোচ্চ। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের পরও জো বাইডেন প্রশাসন কিছু বিষয়ে অনড় রয়েছে। যেমন ইউরোপের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিতে দেশটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করেছে। ইউক্রেন ইতিমধ্যে তার হৃত অঞ্চলের ৮২ শতাংশ পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। রাশিয়াও তার বিপুলসংখ্যক সেনা ও সম্পদ খুইয়েছে। উপরন্তু আটলান্টিক জোট (ন্যাটো), যেটি কিনা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে নির্জীব হয়ে পড়েছিল, সেটিও আবার শক্তি সঞ্চয় করেছে। শীতল যুদ্ধের পর এই প্রথম জোটটি এতটা সংহত রূপ নিল। কিন্তু এই তিন স্তম্ভকেই কিছুটা নড়বড়ে মনে হয়। ইইউতে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ওরবান ভেটো দিতে পারেন, এমন আশঙ্কা ছিল। সেই চ্যালেঞ্জকে ইইউ কায়দা করে এড়াতে পেরেছে। কিন্তু ইউক্রেনের এই জয় যতটা না বাস্তবিক, তার চেয়ে বেশি প্রতীকী। কারণ, ইইউ এই মুহূর্তে ইউক্রেনের জন্য জরুরি অর্থসহায়তা জোগানের ব্যাপারে কিছু করতে পারেনি। পূর্ব ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই একরকম থেমে আছে। এই স্থিতাবস্থা রাশিয়াকে সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে গেছে। রাশিয়ার ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ কৌশলের কাছে ইউক্রেন বারবারই মার খেয়েছে। কারণ, ইউক্রেনের যে কৌশল, তা শুরু থেকেই ছিল অবাস্তব। উপরন্তু পলিটিকোর অনুসন্ধানে সম্প্রতি জানা গেছে, রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা সর্বব্যাপী প্রভাব রাখতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছিল, নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়িত হলে রাশিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তা হয়নি। এ ছাড়া ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে বলে অনেকেই একমত। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ ক্রমে কমে আসার বিষয়টি ইউরোপের স্থিতিশীলতার জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় হুমকি। ইউরোপের নেতাদের বড় উদ্বেগের জায়গা হলো ২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা। কারণ, ডানপন্থী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থাগুলো এরই মধ্যে ন্যাটোকে 'সুপ্তাবস্থা'য় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা শুরু করেছে। তারা দায়দায়িত্বের ভাগ নেওয়ার বদলে দায়দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে কী করে চাপিয়ে দেওয়া যায়, সেই কৌশলের প্রতি মতামত গঠনের চেষ্টা করছে। পশ্চিমা দেশগুলোর উচিত ইউক্রেনকে তাদের অভীষ্টে পৌঁছানোয় সহযোগিতা করা। ইউরোপের উচিত হবে ইউক্রেনের অর্থনৈতিক ও সামরিকশিল্পের সংস্কার সাধনে সহযোগিতা করা। যাতে করে ইউক্রেনকে আর পশ্চিমা অভ্যন্তরীণ রাজনীতির খেয়ালখুশির শিকার হতে না হয়। এতে ইউক্রেন রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষায় টেকসই সমাধান খুঁজে পাবে তবে শুধু যে ট্রাম্পেই সমস্যা, তা নয়। এমনকি বাইডেন প্রশাসন একসময় ইউক্রেনের সামরিক অভিযানে সমন্বয়কের ভূমিকায় থাকলেও সম্প্রতি তাদের সুর বদলেছে। অল্প কিছুদিন আগে জেলেনস্কি বাইডেনের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন। ওই সম্মেলনে বাইডেন নতুন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যত দিন 'সম্ভব', তত দিন পর্যন্ত ইউক্রেনকে সহযোগিতা করবে। এর আগে তিনি বলতেন, যত দিন লাগুক, তত দিনই ইউক্রেনের জন্য মার্কিন সহায়তা অব্যাহত থাকবে। জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের কাছ থেকে অনুদানের ব্যাপারে সম্মতি আদায় করতে। তাতে তিনি ব্যর্থ হন। বাইডেনের এই ভাষাগত পরিবর্তনে বোঝা যায় যে তিনি ইউক্রেনকে নিয়ে দ্বিধায় আছেন। আর তাঁর এই পরিবর্তনের কারণেই ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা নতুন কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তবে ইউক্রেনের জয় শুধু আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা নয়। যুদ্ধের পর ইউক্রেনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি ইউক্রেন এই যুদ্ধের পর একটি কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় এবং ন্যাটো ও ইইউর সদস্য হতে পারে, তাহলেই তা হবে ইউক্রেনের জন্য নজরকাড়া জয়। পশ্চিমা দেশগুলোর উচিত ইউক্রেনকে তাদের অভীষ্টে পৌঁছানোয় সহযোগিতা করা। ইউরোপের উচিত হবে ইউক্রেনের অর্থনৈতিক ও সামরিকশিল্পের সংস্কার সাধনে সহযোগিতা করা। যাতে করে ইউক্রেনকে আর পশ্চিমা অভ্যন্তরীণ রাজনীতির খেয়ালখুশির শিকার হতে না হয়। এতে ইউক্রেন রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষায় টেকসই সমাধান খুঁজে পাবে। যুদ্ধ কবে শেষ হবে, সেই অপেক্ষায় না থেকে পশ্চিমা সরকারগুলো এখনই ইউক্রেনের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং তাদের কর ব্যবস্থাপনাকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নিতে পারে। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে। আটলাঃটিক মহাসাগরকেন্দ্রিক জোটের ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে অস্থিতিশীল। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে ইইউকে এখন এই অনিশ্চয়তার কাল ভালোভাবে সামাল দিতে হবে।

মেলবোর্ন টেস্ট ঃ আম্পায়ার লিফটে আটকে পড়ায় খেলা শুরু হতে দেরি

পর্থ ঃ ক্রিকেটে অনেক বিচিত্র কারণেই খেলা শুরু হতে দেরি দেখা গেছে। আম্পায়ার লিফটে আটকে পড়ায় খেলা শুরু হতে দেরি হওয়া এটা বোধ হয় নবতম সংযোজন! মেলবোর্ন টেস্টে আজ তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় সেশনের খেলা শুরু হতে দেরি হয়েছে ঠিক এ কারণেই!

পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ২৬৪ রানে অলআউট হওয়ার পর নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৬ রান নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ বিরতিতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। বিরতি শেষে দুই দলের খেলোয়াড় ও আম্পায়াররা মাঠে নামলেও খেলা শুরু হতে দেরি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ এই ম্যাচের লাইভ ধারা বিবরণীতে জানিয়েছে, তৃতীয় আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ লিফটে আটকে পড়ায় খেলা শুরু হতে দেরি হচ্ছে। ইলিংওয়ার্থ সময়মতো তৃতীয় আম্পায়ারের কামরায় গিয়ে বসতে পারেননি। অগত্যা রিজার্ভ আম্পায়ার ফিলিপ গিলেসপিকে বাউন্ডারি লাইন থেকে দৌড়ে গিয়ে তৃতীয় আম্পায়ারের কামরায় বসতে হয়েছে। এরপর খেলা শুরু হয়। ততক্ষণে খেলা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে বেশ কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড এই ম্যাচের লাইভ ধারা বিবরণীতে জানিয়েছে, আম্পায়ারদের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের জানানো হয় যে খেলা শুরু হতে দেরি হবে। ইলিংওয়ার্থ কিছুক্ষণ পর অবশ্য লিফট থেকে বের হতে পেরেছেন। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বেও ফিরে আসেন। সংবাদমাধ্যম ক্রিকেট ডট কম এইউয়ের 'এক্স' হ্যান্ডলে প্রকাশ করা ভিডিওতে ইলিংওয়ার্থকে নিজের চেয়ারে বসতে দেখা গেছে। ইলিংওয়ার্থ যে লিফটে আটকা পড়েছিলেন সেটি নিয়ে ফক্স ক্রিকেটকে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন বলেছেন, 'এটা ধীরগতির লিফট। আমরা ব্যবহার করি। যেটার কথা বলা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে আমি জানি।'

মেলবোর্ন টেস্টে তৃতীয় দিনের খেলায় হুটহাট বিরতি নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন মার্ক ওয়াহ ও ইয়ান স্মিথ। নাইন নিউজ জানিয়েছে, দিনের খেলা শুরুর ২৫ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের আমের জামাল কাঁধে বলের আঘাত পাওয়ার পর তাঁর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি অন্য প্রান্তে অপরাজিত থাকা মোহাম্মদ রিজওয়ানের জন্য ড্রিংকস নিয়ে যাওয়া হয় মাঠে। নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্য দেওয়া ইয়ান স্মিথ ফক্স ক্রিকেটকে বলেছেন, 'বুঝতে পারছি না কেন ড্রিংকস নিয়ে যাওয়া হলো। খেলা শুরুর পর মাত্র ২৫ মিনিট সময় কেটেছে।' রিজওয়ানের জন্য ড্রিংকস নিয়ে যাওয়ার পর খেলা বেশ কয়েক মিনিট বন্ধ ছিল। বিরক্ত স্মিথ আরও বলেছেন, 'পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের (সেবায়) তিনজন আছেন (মাঠে)। এখন অস্ট্রেলিয়ানরাও ড্রিংকসের বিরতি নিচ্ছে। এদিকে মাত্র ২৫ মিনিট খেলা হয়েছে এবং প্রায় ২৫ হাজার দর্শক নিজের আসনে বসে ভাবছেন খেলা কেন চলছে না? হালকা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।' অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান মার্ক ওয়াহও এ সময় স্মিথের সঙ্গে একমত হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন, 'এটা অদ্ভুত! (কাঁধে) বল লাগার জন্য আপনি খেলা থামাতে পারেন না।'

মেলবোর্নে হালকা বৃষ্টির কারণে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হতে প্রায় ১৫ মিনিট দেরি হয়। দ্বিতীয় দিনে বাজে আবহাওয়ার জন্য প্রায় ১২ ওভারের খেলা হয়নি। আর প্রথম দিনে বাজে আবহাওয়ার জন্য খেলার জন্য নির্ধারিত তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ সময়ই নষ্ট হয়, প্রথম দিনে ৬৬ ওভারের খেলা হয়েছে।

মেলবোর্ন টেস্টের তৃতীয় দিনে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪৬ রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া। ১০০ রানের লিড নিয়েছে প্যাট কামিন্সের দল। ব্যাট করছিলেন মিচেল মার্শ ও স্টিভ স্মিথ।

আরব আমিরাতের লিগে খেলতে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজে থাকবেন না ওয়ার্নার

রিয়াদ ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি টোয়েন্টি লিগ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার সীমিত ওভারের সিরিজ সম্ভবত খেলবেন না ডেভিড ওয়ার্নার। বিদেশের কোনো লিগের জন্য জাতীয় দলের হয়ে না খেলা ওয়ার্নারের মতো কোনো অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। আগামী ২ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেশের মাটিতে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে তিনটি করে টেস্ট ও টি টোয়েন্টি খেলার কথা অস্ট্রেলিয়ার। আরব আমিরাতে ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি টোয়েন্টি (আইএল টি টোয়েন্টি) হবে ২০ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। সে লিগের দল দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে চুক্তি আছে ওয়ার্নারের। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট দিয়ে এ সংস্করণ থেকে অবসরে যাবেন ওয়ার্নার। এরপর বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলার কথা আছে বাঁহাতি এ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানের। তবে থান্ডার লিগ পর্ব পেরোলে ওয়ার্নারকে তারা পাবে কি না, সেটি নিশ্চিত নয়। ওয়ার্নার যে আইএল টি টোয়েন্টিতে খেলতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) চেয়ে আবেদন করবেন, সেটি জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের সংস্থার প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ। ওয়ার্নার দেশের মাটিতে কোনো ক্রিকেট মিস করবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে এসইএন রেডিওকে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। আমি জানি সে বিগ ব্যাশে খেলতে বদ্ধপরিকর।' তিনি যে ওয়ার্নারের এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে, সেটিও নিশ্চিত করেন গ্রিনবার্গ, 'ডেভের জীবনের পরের ধাপে সে যে নিজের দিকটা দেখবে, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই কোথায় সে বিনিয়োগ করলে বিনিময়ে সেরা কিছু পাবে। আমার মনে হয় না এতে বেঠিক কিছু আছে, আমি তো বরং তাকে এমন করতে উৎসাহিতই করব।' এরপর গ্রিনবার্গ যোগ করেন, 'এমন সময় আসবে সে নির্দিষ্ট কিছু ম্যাচ এবং সফর নিশ্চিত মিস করতে চাইবে। আমাদের মাথায় এমন ব্যাপারই আছে। কেউ হয়তো এমন কিছু পছন্দ করবে না। কিন্তু এমন একটি আধুনিক বিশ্বেই আমরা বাস করি এবং আমাদের এটি মেনে নিতে হবে।' পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে টেস্ট থেকে অবসর নিতে চলা ওয়ার্নার ২০২৪ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার আশা প্রকাশ করেছেন। তবে ওয়ানডেতে কত দিন খেলবেন, ঠিক সেটি নিশ্চিত করেননি। তবে ২০২৭ সালের পরবর্তী বিশ্বকাপে যে গত অক্টোবরে ৩৭ পূর্ণ করা ওয়ার্নার থাকবেন না, তা বলাই যায়। ওয়ার্নার অবশ্য আগেই বলে দিয়েছেন, পরের বছর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তিতে তিনি থাকবেন না। সর্বশেষ বিশ্বকাপের সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় চুক্তির (প্রস্তাব) নেব না, অবশ্যই না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ব্যবস্থাটা এমন, আপনি যদি পাঁচটি টি টোয়েন্টি অথবা ওয়ানডে খেলেন বা তিনটি টেস্ট তাহলে আপনার উন্নতি হবে এবং আপনি তখন চুক্তির পদ্ধতি এবং স্পনসরের ব্যাপারগুলো মানতে বাধ্য।' এদিকে ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ার্নার এবং অন্য সিনিয়র ক্রিকেটাররা খেলবেন না, সে ব্যাপারে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তবে নিউজিল্যান্ড সফরে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া টি টোয়েন্টি সিরিজে পূর্ণশক্তির দল খেলাতে চায় তারা। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

পন্তের দামি ঘড়ি হাতিয়ে নেওয়া সেই প্রতারক আটক

হংকং ঃ মুম্বাইয়ের পাঁচ তারকা হোটেল তাজসহ আরও কিছু বিলাসবহুল হোটেলে প্রতারণার দায়ে ২৫ বছর বয়সী সাবেক এক ক্রিকেটারকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের পুলিশ। তাজ হোটেলের স্যুইটে কয়েক দিন থেকে বিল পরিশোধ না করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম মৃণাঙ্ক সিং। তিনি বিলাসবহুল জীবনধারণের প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন। পাঁচ তারকা হোটেলে থাকার পাশাপাশি মডেলদের সঙ্গে পার্টি ও ছবি তোলার প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। প্রেমিকাদের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণেও যেতেন। হংকংয়ের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার সময় দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন তিনি দিল্লি পুলিশের হেফাজতে আছেন বলে জানিয়েছে ভারতের আরেক সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ভারত জাতীয় দলের ক্রিকেটার ঋষভ পন্তের সঙ্গেও প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে মৃণাঙ্কের বিরুদ্ধে। এ ঘটনা গত বছরের মে মাসে ঘটেছে। গত ডিসেম্বরে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকে মাঠের বাইরে আছেন পন্ত। ভারতের এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মৃণাঙ্কর কাছে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা খুঁইয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের দাবি, মৃণাঙ্ক পন্তকে বলেছিলেন তিনি বিলাসবহুল অলংকার ও ঘড়ি কেনাবেচার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সে কথা বিশ্বাস করে তাঁর হাতে নিজের কিছু দামি ঘড়ি তুলে দিয়েছিলেন পন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, মৃণাঙ্ক পন্তকে এর বিনিময়ে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা অঙ্কের চেক দিয়েছিলেন। কিন্তু চেকটি ব্যাংক থেকে 'বাউন্স' হয় অ্যাকাউন্টে সমপরিমাণ টাকা ছিল না। দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত ডিসিপি রবিকান্ত কুমার জানিয়েছেন, মৃণাঙ্ক হরিয়ানা অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। মৃণাঙ্ক অবশ্য দাবি করেন, তিনি আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসেরও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ বিষয়ে রবিকান্ত কুমারের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, '২০২২ সালের জুলাইয়ে তিনি (মৃণাঙ্ক) তাজ প্যালেস হোটেলে গিয়ে নিজেকে তারকা ক্রিকেটার দাবি করে জানান, আইপিএলেও খেলেছেন তিনি। প্রায় এক সপ্তাহ সেখানে থাকার পর তাঁর বিল আসে ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা। হোটেল ছাড়ার সময় তিনি বলে যান তাঁর পৃষ্ঠপোষক অ্যাডিডাস বিল পরিশোধ করবে। কিন্তু তিনি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং কার্ডের তথ্য দিয়েছিলেন, সেগুলোও ভুয়া প্রমাণিত হয়।' পুলিশ ও হোটেল ব্যবস্থাপক পরে মৃণাঙ্ক সিং ও তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু দুজনই মিথ্যা কথা বলেন। তাঁরা জানান, ড্রাইভারকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদিও তাঁদের পক্ষ থেকে কেউ যোগাযোগ করেননি। এ নিয়ে আরও গভীর তদন্তের পর পুলিশ মৃণাঙ্ক সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে পারে। রবিকান্ত বলেন, 'কিছু হোটেলে তিনি নিজেকে কর্ণাটক পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা পরিচয় দিতেন। অন্য জায়গায় নিজেকে একজন সফল ক্রিকেটার হিসেবে দাবি করতেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি খুব সক্রিয়। নারীদের সঙ্গে বিভিন্ন ছবি পোস্ট করতেন এবং বোঝাতেন তাঁর প্রচুর ভক্ত অনুসারী আছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর থেকে মৃণাঙ্ককে তারা একাধিক নোটিশ পাঠিয়েছে। মৃণাঙ্কের বাবা পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁরা ছেলেকে আর পরিবারের অংশ বলে মনে করেন না। পুলিশ এর মধ্যে মৃণাঙ্ককে ধরতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু বারবার জায়গা পরিবর্তন ও ফোন বন্ধ রাখার মাধ্যমে মৃণাঙ্ক বেঁচে গিয়েছেন। এমনকি তাঁর বন্ধুরাও জানতেন, মৃণাঙ্ক দুবাইয়ে থাকেন। পুলিশ এরপর আদালতের মাধ্যমে মৃণাঙ্কের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করে তাঁকে ধরার অভিযানে নামে এবং দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাঁর ব্যাপারে জানানো হয়। রবিকান্ত বলেন, 'গত সোমবার হংকংয়ের বিমান ধরার সময় ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা তাঁকে আটক করে আমাদের হাতে তুলে দেন।' পুলিশের দাবি, মৃণাঙ্ক সিং ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদেরও বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। নিজেকে কর্ণাটক পুলিশের এডিজিপি র‍্যাঙ্কধারী কর্মকর্তা পরিচয় দিয়েছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মৃণাঙ্ক সিং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরে রাজস্থানের একটি কলেজ থেকে এমবিএ ডিগ্রি নেন। হরিয়ানার হয়ে ২০২১ সালে রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছেন এবং ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে ছিলেন বলে দাবি করেছেন মৃণাঙ্ক। পুলিশ জানিয়েছে, মৃণাঙ্কের দাবির সত্যতা যাচাইয়ে বিষয়গুলো তদন্ত করা হবে।

পুলিশের আরেক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মৃণাঙ্ক লোকজনকে এ কথাও বলেছেন, তাঁর বাবা আশির দশকে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং এখন এয়ার ইন্ডিয়ায় কর্মরত। তাঁর ফোনে মডেলদের সঙ্গে 'আপত্তিকর' ছবিও পাওয়া গেছে।

পুতিন জয়শঙ্কর বৈঠক, মোদিকে আমন্ত্রণ জানাল রাশিয়া

মাস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ রাশিয়ায় গিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর। জয়শঙ্কর পাঁচদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রাশিয়া গেছেন। তিনি পুতিন ছাড়াও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গতকাল বুধবার ক্রেমিলনে পুতিন জয়শঙ্কর বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ইউক্রেন প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। বৈঠকে মোদিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুতিন।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর জয়শঙ্কর বলেছেন, আগামী বছর পুতিন ও মোদির শীর্ষবৈঠক হবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী। জয়শঙ্করকে পুতিন বলেছেন, 'আমাদের বন্ধু মোদি রাশিয়ায় এলে আমরা খুবই খুশি হব।

পুতিন আরো বলেছেন, 'আমি জানি মোদি শান্তিপূর্ণভাবে ইউক্রেন সংকট মেটাতে চান। এখন বিষয়টির গভীরে যেতে হবে। আমিও আরো তথ্য শেয়ার করতে চাই।'

পুতিন আরো বলেছেন, 'দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে।

বিশেষ করে তেল ও উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিনিময় বেড়েছে।' জয়শঙ্কর গত মঙ্গলবার রাশিয়ার উপ প্রধানমন্ত্রী মান্তরভের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। সেখানে মূলত আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই

দেশের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও সই হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো তামিলনাড়ুতে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে।রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর প্রবল চাপ সত্ত্বেও ভারত এখনো পর্যন্ত জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি। রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার পরিমাণও প্রচুর বেড়েছে। এ নিয়ে পশ্চিমা চাপ উপেক্ষা করেছে ভারত। জয়শঙ্কর বলেছেন, 'দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো মজবুত করতে হবে।'

মিশিগানেও টিকে গেলেন ট্রাম্প

মিশিগান ঃ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের প্রার্থী বাছাইয়ে অংশ নিতে পারবেন। অঙ্গরাজ্যটির প্রার্থী বাছাই থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার মামলা খারিজ করে দিয়েছেন মিশিগানের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট গতকাল বুধবার জানান, ট্রাম্পকে আসন্ন নির্বাচন থেকে বিরত রাখার জন্য নিম্ন আদালতের দেওয়া রায়ের আবেদনের শুনানি করা হবে না। এর আগে কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের প্রার্থী বাছাই থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার মামলা খারিজ করে দেন আদালত।

গাজায় নিহত ৮০ ফিলিস্তিনির লাশ ফেরত দিল ইসরায়েল

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর স্থল আক্রমণের সময় নিহত প্রায় ৮০ ফিলিস্তিনির মৃতদেহ গাজায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পরে মৃতদেহগুলোকে ফিলিস্তিনের তেল আল সুলতান কবরস্থানে একটি গণকবরে দাফন করা হয়।

টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় নিহত ৮০ ফিলিস্তিনিদের লাশ ফেরত দেওয়া হয়েছে। মর্গ এবং কবর থেকে নিহতদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তাদের মধ্যে কোনা ইসরায়েলি জিম্মি রয়েছে কিনা।

জিম্মি না পাওয়ায় মৃতদেহগুলোকে রেড ক্রসের মাধ্যমে হামাস কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং তাদের গাজায় একটি গণকবরে দাফন করা হয়েছে।

আনাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার দক্ষিণ গাজার ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত কারেম আবু সালেম ক্রসিং দিয়ে মৃতদেহগুলো গ্রহণ করেছে। একটি ট্রাক থেকে নীল রঙের প্লাস্টিকে মোড়ানো লাশগুলো স্বাস্থ্যকর্মীরা নামিয়ে নেয়। এরপর বুলডোজারে করে লাশগুলো নিয়ে যাওয়া হয় গণকবরে দাফনের জন্য।

রাফাহ শহরের মোহাম্মদ ইউসেফ এল নাজার হাসপাতালের পরিচালক মারওয়ান আল হামস আনাদোলুকে বলেছেন, 'জাতিসংঘ গাজা উপত্যকায় অনেক শহীদের আগমনের বিষয়ে আমাদের আগেই জানিয়েছিল। আনুমানিক প্রায় ৮০ জনের মৃতদেহ পেয়েছি আমরা।' তিনি আরো বলেন, 'মৃতদেহগুলো একটি কাবার্ড ভ্যানে করে পৌঁছেছিল। কিছু লাশ অক্ষত ছিল, কিছু টুকরো টুকরো ছিল এবং অন্যগুলো পচে গিয়েছিল।

আল হামস বলেছেন, 'মৃতদেহগুলো দাফনের জন্য কবরস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের জন্য মৃতদেহগুলো তদন্ত করুন।'

টুকরো খবর

বাংলাদেশে বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে ভারতের যে ধরনের ভূমিকা ছিল

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে নির্বাচনের মরশুম এলেই সেখানে যে পড়শি দেশটির প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য 'ভূমিকা' নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়ে থাকে - তা নিঃসন্দেহে ভারত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারণায় 'ভারত ফ্যাক্টর' যেমন ঘুরেফিরে আসে, তেমনি ভারত বাংলাদেশের নির্বাচনে ঠিক কী চাইছে তা নিয়েও জল্পনার অভাব থাকে না। এবারের নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয় - বস্তুত বিরোধী দল বিএনপি'র একজন শীর্ষ নেতা তো প্রকাশ্যে এমনও অভিযোগ করেছেন যে দিল্লিই আসলে বাংলাদেশের নাগরিকদের (গণতান্ত্রিক) ভাগ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। পরপর দুটো প্রশ্নবিদ্ধ সংসদীয় নির্বাচন করেও বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার যে একটানা পনেরো বছর ধরে ক্ষমতায় আছে, সেটাও ভারতের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হত না বলে বাংলাদেশে অনেকেই বিশ্বাস করেন। প্রকাশ্যে তারা সে কথা বলেনও। আবার উল্টোদিকে প্রভাবশালী প্রতিবেশী ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন যে তাদের দিকেই, ক্ষমতাসীন দল বা জোটের নেতামন্ত্রীদের সেটা নিয়ে বড়াই করতেও দেখা যায় প্রায়শই। অতি সম্প্রতি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী তথা সাবেক এমপি তো জনৈক সরকারি কর্মকর্তাকে এমনও হুমকি দিয়েছেন, মনে রাখতে হবে আমি শেখ হাসিনার প্রার্থী, ভারতের প্রার্থী! তাদের সেই টেলিফোন কথোপকথানের অডিও ফাঁস হয়ে ভাইরাল হলে তা তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এবং এই ধরনের উদাহরণ অজস্র। ভারত অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কখনোই স্বীকার করে না যে প্রতিবেশী বাংলাদেশের নির্বাচনে তারা কোনও 'ভূমিকা' পালন করে বা আদৌ 'হস্তক্ষেপ' করে। বরং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার একান্তভাবেই সে দেশের নাগরিকদের - এটাই সরকারিভাবে ভারতের ঘোষিত অবস্থান। তবে দিল্লিতে একান্ত আলোচনায় সরকারি কর্মকর্তা, কূটনীতিবিদ বা বিশ্লেষকরা একটা কথা অবশ্য মেনে নেন - পৃথিবীতে সব দেশই চায় তাদের আশেপাশে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' সরকার থাকুক, আর ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতও চায় বাংলাদেশে এমন একটি সরকার আসুক, যাদের সঙ্গে তাদের কাজ করতে সুবিধে হবে এবং সম্পর্কও সহজ থাকবে। কিন্তু ঢাকাতে একটি 'বন্ধুত্বপূর্ণ' সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চেয়ে দিল্লি আসলে কতটা তৎপরতা দেখিয়েছে, তা নিয়ে বাংলাদেশে জল্পনাকল্পনা কম হয়নি। সে দেশে বহু রাজনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষকই মনে করেন - দিল্লির এই সক্রিয়তা কিছুটা হয়েছে প্রকাশ্যে, আর বেশিটাই পর্দার আড়ালে। এই প্রতিবেদনে আমরা ফিরে তাকিয়েছি ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিগত তিনটি সংসদীয় নির্বাচনে ভারতের সেই কথিত 'ভূমিকা'র দিকে। বাংলাদেশের এই নির্বাচনগুলো নিয়ে ভারত কী অবস্থান নিয়েছিল, কী ধরনের বিবৃতি দিয়েছিল এবং নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই বা কীভাবে, কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল সেগুলোই একে একে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বাংলাদেশে গত তিনটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে কম বিতর্কিত ছিল এটিই। বিএনপি এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে ৩০টি আসনে জিতেওছিল, তবে পরে তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জালিয়াতির অভিযোগ তুললেও তা বিশেষ আমল পায়নি। বাংলাদেশে ওই নির্বাচনটি হয়েছিল সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, যারা 'ওয়ান ইলেভেনের' মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে নির্বাচনের আগে পুরো দু'বছর দেশের সরকার পরিচালনা করেছিল। তবে সেই সময়েই দেশের দুই প্রধান দল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই শীর্ষ নেত্রী, যথাক্রমে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরানোরও কম চেষ্টা হয়নি। কিন্তু পরে অবশ্য তাঁদের নেতৃত্বেই দুই দল ভোটে লড়ে। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি নিজের আত্মজীবনীতে দাবি করেছেন, ওই দুই নেত্রীকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তিনি নিজে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতে তখন মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায়, আর প্রণব মুখার্জি ছিলেন তাঁরই ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশে সেই নির্বাচনের ঠিক দশ মাস আগে সেনাপ্রধান, জেনারেল মইন ইউ আহমেদ রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসেন। ছ'দিনের ওই সফরে তিনি দেখা করেন মি মুখার্জির সঙ্গেও। 'দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স (১৯৯৬-২০১২)' বইতে প্রণব মুখার্জি জানিয়েছেন, হাসিনা খালেদা সহ সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি সে সময় বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের কাছে অনুরোধ জানান। শেখ হাসিনা ছাড়া পেলে তাঁকে বরখাস্ত করে দেবেন, এটা ভেবে জেনারেল একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে বলি, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ফিরে এলেও তাঁর চাকরি বহাল থাকবে। এমনকি (রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে) মার্কিন প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে আমি তাঁর সঙ্গেও অ্যাপয়নমেন্টের ব্যবস্থা করি, ওই বইতে লিখেছেন প্রণব মুখার্জি। ফলে ২০০৮র নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া যে শেষ পর্যন্ত লড়তে পেরেছিলেন, তার পেছনে ভারতের সক্রিয় ভূমিকার কথা নিজের বইতেই স্বীকার করে গেছেন ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ, বস্তুত 'প্রণববাবু'কে শেখ হাসিনা সম্বোধনই করতেন 'কাকাবাবু' বলে। এই ঘনিষ্ঠতার জোরেই তিনি জেনারেল মইন ইউ আহমেদকে শেখ হাসিনার হয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিলেন, প্রণববাবুর লেখায় সেই ইঙ্গিতও ছিল। ভারত এটাও চাইছিল যাতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি কোনওভাবে ক্ষমতায় না ফিরতে পারে। খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় মেয়াদে (২০০১-০৬) অনেকটা সময় ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার ছিলেন ভিনা সিক্রি। তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, এটা কোনও গোপন কথা নয় যে সে সময় দিল্লি ও ঢাকার সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, যাতায়াত, সহযোগিতা সবই লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছিল। ভারতের উত্তরপূর্বের জঙ্গীরা সরাসরি মদত পাচ্ছিল। এই অবস্থাটা যে অবিলম্বে পাল্টানো দরকার তা নিয়ে দিল্লিতে কোনও দ্বিমত ছিল না। তবে ভিনা সিক্রি এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য ভারতকে কিছুই করতে হয়নি - কারণ 'বাংলাদেশের জনগণের বিপুল সমর্থনেই' তিন চতুর্থাংশের বেশি আসনে জিতে আওয়ামী লীগ সেবার ক্ষমতায় এসেছিল। শেখ হাসিনার বিপুল জয়লাভের পর ভারত সরকার তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাচনের পর দিন (৩০শে ডিসেম্বর) যে বিবৃতিটি দিয়েছিল সেটিও প্রণিধানযোগ্য। প্রণব মুখার্জির মন্ত্রণালয়ের জারি করা ওই বিবৃতিতে সে দিন বলা হয়, ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যেভাবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ঘটল, তাতে ভারত বাংলাদেশের মানুষকে অভিনন্দন জানায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের এই ঐতিহাসিক বিজয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে একটি বিরাট মাইলফলক। বিপুল সংখ্যায় ভোটারদের যোগদান ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু সম্পাদন আসলে গণতন্ত্রেরই মহান জয়। বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক পরম্পরায় তাদের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং উন্নয়ন ও প্রগতির পক্ষে একবাক্যে রায় দিয়েছেন। বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে কাজ করার অঙ্গীকারও করা হয়েছিল ওই বিবৃতিতে - যে কথা দিল্লি আজও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে বলে বহু পর্যবেক্ষকই মনে করেন। বাংলাদেশের এই নির্বাচনটিতে ভারতের তথাকথিত 'হস্তক্ষেপ' সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, আর তার কারণ হল নির্বাচনের ঠিক এক মাস আগে ভারতের তৎকালীন শীর্ষ কূটনীতিবিদের বিতর্কিত এক ঢাকা সফর। ভারতের তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং ২০১৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সরকারি সফরে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার জন্য বাংলাদেশে আসেন। ওই সংক্ষিপ্ত সফরেই তিনি একে একে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তৎকালীন বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করেন। সুজাতা সিং আলোচনায় বসেন বাংলাদেশের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী ও পররাষ্ট্র সচিব এম শহীদুল হকের সঙ্গেও। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম সারির সব গণমাধ্যমের সম্পাদকের সঙ্গেও তাঁর একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের সেই সফরের আগেই প্রধান বিরোধী দল বিএনপি জানিয়ে দিয়েছিল তারা নির্বাচনে অংশ নেবে না। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছিল জাতীয় পার্টিও। ভারত ও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে তখন লেখা হয়েছিল, জাতীয় পার্টিকে চাপ দিয়ে নির্বাচনে নিয়ে আসতে এবং নির্বাচনকে একটি 'গ্রহণযোগ্য' চেহারা দিতেই সুজাতা সিং জেনারলে এরশাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। জাতীয় পার্টির প্রধান নিজেও সে রকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে জেনারেল এরশাদ প্রথমে সেই অনুরোধে রাজি না হলেও পরে সরকারের চাপে নির্বাচনে আসতে বাধ্য হন এবং বিএনপির অনুপস্থিতিতে জাতীয় পার্টিই প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। ৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখেই ঢাকাতে সাংবাদিকদের সামনে সুজাতা সিং অবশ্য দাবি করেছিলেন, যে কোনও গণতন্ত্রে বিরোধী দলের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে এবং খালেদা জিয়া ও জেনারেল এরশাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ভারতের 'চলমান সংলাপ প্রক্রিয়া'রই অংশ। ঢাকায় তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পঙ্কজ শরণকে পাশে নিয়ে সুজাতা সিং সে দিন আরও বলেন, ভারত যে একটি স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশকে দেখতে চায় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সফল সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব দেয়, আমার এই বৈঠকগুলোতে আমি সেই বিষয়টির ওপরেই জোর দিয়েছি। ঢাকার মিডিয়াতে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এভাবে - বাংলাদেশের নির্বাচনকে 'ইনক্লুসিভ' বা 'অংশগ্রহণমূলক' দেখানোর জন্যই ভারত সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দিল্লিতে একটি নামী থিঙ্কট্যাঙ্কের সিনিয়র ফেলো ও বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ স্মৃতি পট্টনায়ক অবশ্য মনে করেন, সুজাতা সিংয়ের সেই সফরকে গণমাধ্যমে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, এটা ঠিকই যে তাঁর উদ্যোগকে অনেকেই 'হস্তক্ষেপ' হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঘরের পাশে বাংলাদেশে একটি সাংবিধানিক বিপর্যয় এড়ানো। বিরোধী দলগুলোকে বাদ দিয়ে কোনও নির্বাচন হলে তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পাবে না এবং বাংলাদেশ একটা সঙ্কটের মুখে পড়বে, যা ভারতের জন্যও কাঙ্ক্ষিত নয় - এই আশঙ্কা থেকেই দিল্লি ওই পদক্ষেপ নিয়েছিল বলে ড.পট্টনায়কের অভিমত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিএনপিবিহীন ওই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের হিসেবে প্রায় ৪০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়ে ও আওয়ামী লীগ ২৩৪টি আসনে জেতে। ভারত মনে করছিল, বিএনপি না এলেও জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনী ময়দানে নিয়ে আসতে পারায় এবং মোটামুটি 'রিজনেবল' একটা ভোট প্রদানের হার নিশ্চিত হওয়ায় বাংলাদেশের ওই নির্বাচনের মান্যতা পেতে সমস্যা হবে না। নির্বাচনের দিনই ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সৈয়দ আকবরউদ্দিন এক বিবৃতিতে জানান, বাংলাদেশের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচন ছিল একটি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা। সহিংসতা কখনোই এগোনোর পথ হতে পারে না। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারাকে অবশ্যই তার নিজস্ব পথে চলতে দিতে হবে, আরও মন্তব্য করেন তিনি। এর ঠিক এক সপ্তাহ পর আবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। যে বিশ্বনেতারা তাঁকে সবার আগে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও। ১২ই জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করে তিনি অভিনন্দন জানান এবং বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য আমি আপনার দেশের জনসাধারণের উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29:12:2023

বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটারদের অধিকার কী আর কতটুকু?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের সমর্থন পেতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর প্রার্থীদের দৌড়ঝাঁপ চলছে। কিন্তু এই ভোটে কতটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন ভোটাররা? ভোটে নিজেদের অধিকারের কথাই বা তারা কতটুকু জানেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এক সময় ভোটের রাজনীতিতে ভোটারদের খুব কদর থাকলেও সেটি এখন আর নেই। কেন না, গত ১৫ বছরে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলেছে অনেকটা। আর তাতে ভোটে আগ্রহ হারাচ্ছেন সাধারণ ভোটাররা। বাংলাদেশের নির্বাচনী আইন বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী নির্বাচনে জয় পেতে ন্যূনতম ভোটার উপস্থিতির হার নিয়ে কোন আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ ভোট প্রদানের হার এক শতাংশ হলেও সে নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। সে কারণে বেশির ভাগ ভোটার ভোটকেন্দ্রে না গেলেও তাতে ভোটের রাজনীতিতে খুব একটা প্রভাব পড়ে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের এই আইনি কাঠামোর কারণে ভোটের রাজনীতিতে বর্তমানে অনেকটাই উপেক্ষিত হচ্ছেন ভোটাররা।

‘বন বিভাগে ফোন করে বললাম, বাড়ির পাঁচিলে বাঘ ঘুমাচ্ছে’

পিলিভিট ঃ উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটের বাসিন্দা জসবিন্দর সিং দুধের ব্যবসায়ী। পিলিভিট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে আনুমানিক ১২ কিলোমিটার দূরে তাদের গ্রাম। তাই আসা যাওয়ার পথে দূর থেকে বাঘের দেখা মেলাটা তার কাছে খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। যেটা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি সেটা হল, বাঘ স্বয়ং উদয় হয়ে তার বাড়ির পাঁচিলে রাত কাটাবে।

তিনি বলেন, আমি ভাবিনি ২৫ ডিসেম্বরের রাতটা এইভাবে কাটবে। রাত সাড়ে ১২ বা ১টা হবে। ঘরের বাইরে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা আওয়াজে দেখি বাড়ির পাঁচিলে বড়সড় কিছু একটা বসে আছে। প্রথমে বুঝিনি, তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি আরে! এটা তো একটা বাঘ। পরে অবশ্য জেনেছিলাম সেটা বাঘিনী।

ঘটনাটা পিলিভিটের আটকোনা গ্রামের। ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের জন্য পরিচিত পিলিভিট এখন খবরের শিরোনামে। কারণ বছর দুই আড়াইয়ের এক বাঘিনী উপস্থিত হয় প্রথমে জসবিন্দর সিংয়ের বাড়ির পাঁচিলে ও পরে তার ভাই সুখবিন্দর সিংয়ের বাড়ি।

প্রায় ঘণ্টা বারো সেই গ্রামকেই আস্তানা করেছিল সে। আটকোনা গ্রামে আসা সেই অতিথিকে দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকে জড়ো হয় কয়েক হাজার মানুষ। মুহূর্তে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় পিলিভিটের সেই ছবি।

জনতার উৎসাহ ছিল ঘুমন্ত বাঘিনীকে ঘিরে, যদিও বাঘিনী আশপাশে জড়ো হওয়া উৎসাহী জনতাকে নিয়ে খুব একটা ভাবিত ছিল না।

পরে বন দপ্তরের আধিকারিকরা তাকে উদ্ধার করে। পিলভিট ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ডিরেক্টর নবীন খন্ডেলওয়াল বলেন, আমরা ভোরের দিকে খবরটা পাই। সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।

যেহেতু বাঘটি লোকালয়ে এক ব্যক্তির বাড়িতে ছিল, তাই দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরে সমস্ত নিয়ম মেনে তাকে ট্র্যাঙ্কুইলাইজারের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তার চিকিৎসা চলবে এবং পরে তাকে সংরক্ষিত এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

বড়দিনের আগের রাতে সান্তা ক্লজের পরিবর্তে এমন কাউকে একেবারেই আশা করেননি জসবিন্দর সিং। সাহায্যের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি।

মি সিং বলেন, খুব চিন্তা হচ্ছিল। ভাগিস্য বাড়িতে খুব বেশি লোক ছিল না। পুলিশ, বনবিভাগ সবাইকে ক্রমাগত ফোন করছিলাম। তাদের ফোন করে বললাম আমার বাড়ির পাঁচিলে বাঘ ঘুমোচ্ছে। হাতের কাছে যা ছিল সেটা ছুঁড়তে থাকি। কিন্তু ভয়ও হচ্ছিল যদি ভয় পেয়ে বাঘটা পালানোর সময় কাউকে আক্রমণ করে।

ভয় পেয়ে পালানোর সময় একটি কুকুর এসে পড়ে ওই বাঘিনীর সামনে। জসবিন্দর প্রথমে সেই কুকুরটিকে বাঁচান আর তারপরে ধাওয়া করেন তাদের গ্রামের নতুন অতিথিকে। ততক্ষণে অবশ্য সে ঢুকে পড়েছে ভাই সুখবিন্দর সিংয়ের বাড়িতে।

বাঘিনীটা অবশ্য প্রথমেই পাঁচিলকে বেছে নেয়নি তার পরবর্তী ঠিকানা হিসাবে। পাঁচিল ডিঙিয়ে প্রথমে সে এসে পড়ে সুখবিন্দর সিংয়ের গাড়ির ছাদে। পাঁচিলের কাছেই পার্ক করা ছিল তাঁর গাড়ি। আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাঁর বয়স্ক মা নাতিকে ডাকেন।

আমার ছেলে দৌড়ে এসে বলল বাবা পাঁচিলে বাঘ বসে আছে। আমি বিশ্বাসই করিনি। এরপর ভাইপোও একই কথা বলল। আমি গিয়ে দেখলাম সত্যিই পাঁচিলে একটা বাঘ বসে!

নিজের চোখকে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। গ্রামের ঢোকার রাস্তায় বা আখের ক্ষেতের কাছে বাঘ দেখা গেলেও গ্রামের একেবারে ভিতরে কখনও চলে আসেনি তারা, এক নিশ্বাসে কথা গুলো বলে গেলেন তিনি।

দুঃস্বপ্নের রাত

রাতটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে তাদের। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। বাড়িতে বয়স্ক মা, বাবা রয়েছেন। কিছু না পেয়ে হাতের কাছে যা ছিল সেটা প্রথমে ছুঁড়ে মারলাম। ভয় পেয়ে বাঘটা গিয়ে বসল আমাদের পাঁচিলে।

আমাদের গ্রামের বাড়িগুলোর পাঁচিল সব একটার সঙ্গে অন্যটা প্রায় জোড়া। তাই আবারও তাড়া করলে যদি অন্য কারও বাড়িতে গিয়ে ঢোকে সেই আশঙ্কায় কিছু করতেও পারছিলাম না, সুখবিন্দর সিং বলেন।

বাঘটিকে অবশ্য ওইদিন সন্ধ্যেবেলা দেখেছিলেন সুখবিন্দরের ভাইপো সুখদীপ। তার কথায়, সন্ধ্যেবেলা ক্ষেতে কাজ শেষ করে ফেরার সময় প্রথমে ওই বাঘিনীকে এক ঝলক দেখেছিলাম আমি। তখনও ভাবতে পারিনি রাত্তিরে সেটাই উদয় হবে আমাদের বাড়িতে!

পরে বাড়িতে সে কথা বলায় মা খুব বকেছিলেন। আমি গ্রামের এক দুজনকে সাবধান করেছিলাম, যারা ওই রাস্তা দিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন। বাড়িতে বলিনি, চিন্তা করবেন তাই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গ্রামবাসীদের বেশিরভাগই জেনে যান তাদের নতুন অতিথির বিষয়ে। একে একে সবাই তারা জড়ো হন জসবিন্দরের বাড়ির কাছে।

বাড়ির সামনে আগুন জ্বালানো হয়। লাঠি হাতে আমরা ঠিক করি রাত জেগে পাহারা দেব সবাই। বাঘিনীটাকে পালাতে দিলে আবার অন্য কোনওদিন হানা দেবে। ইতিমধ্যে পুলিশও চলে আসে।

তবে বন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়ে দেন ভোরের আগে আসা সম্ভব নয়। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল কখন ভোর হবে। আগে কখনও এত দীর্ঘ কোনও রাত মনে হয়নি, বলছিলেন সুখদীপ সিং।

সকাল হতেই আশপাশের গ্রাম থেকে কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হন বাঘিনীকে দেখতে। পাঁচিলে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা যায় তাকে।

লোকে কিন্তু বাঘকে ঘুমোতে দেখে মজাই পেয়েছে, কেই বা চিড়িয়াখানা ছাড়া এইভাবে বাঘকে শান্ত হয়ে ঘুমোতে দেখেছে, বলেন সুখদীপ সিং।

বাঘবন্দির খেলা

প্রথমে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়। জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় জায়গাটা। খাঁচা নিয়ে আসা হয়। বন দপ্তরের কর্মী ছাড়াও পশু চিকিৎসকরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ছিলেন পিলিভিটের বাসিন্দা অনুরাগ প্রকাশ।

যে গ্রামে ওই বাঘিনীকে দেখা গিয়েছিল, সেখানকার এক বাসিন্দা আমাকে ২৫ তারিখ রাতে ঘটনাটির কথা জানিয়েছিলেন। পরদিন সকাল ৭টা নাগাদ, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি প্রাণীটি এখনও সেখানে রয়েছে কি না।

ওই ব্যক্তি আমায় জানান, বাঘটি এখনও বাড়ির পাঁচিলেই বসে রয়েছে। আমি তখনই ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি, বনদপ্তরের কর্মীরা বাঘিনীটিকে ধরার চেষ্টা করছে, বলছিলেন অনুরাগ প্রকাশ।

উত্তরপ্রদেশের বিদ্যুৎ বিভাগের রিভিউ অফিসার ছিলেন তিনি, এখন বাচ্চাদের জন্য একটি নেচার স্কুল চালান।

পশুপ্রেমী মি প্রকাশ নিজে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও উদ্ধারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, এত ভিড় যে ভয় করছিল যে কোনও বিপদ না ঘটে। আশপাশের ছাদে ভর্তি লোক। সবাই দেখতে আগ্রহী বাঘিনীকে। কেউ ভিডিও করছে আর কেউ বা সেলফি তুলছে।

তবে বাঘিনী কিন্তু বেশ নিস্তেজ ছিল। আপাতত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানার চেষ্টা করছেন তার শারীরিক পরিস্থিতির কথা।

উৎসাহী জনতার ভিড় ভেবেছিল, শীতে রোদ পোয়াচ্ছে বাঘিনী। তবে অনুরাগ প্রকাশের মতো অনেকেই ব্যাখা করেছেন, বাঘিনীটি হয়ত অসুস্থ।

তেরাই ব্যাঘ্র প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড অফিসার প্রাঞ্জলি ভুজবাল বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। তিনিও এই অভিযানের অংশ ছিলেন।গত ৮ই অক্টোবর থেকে এই বাঘিনীর গতিবিধির উপর নজর ছিল আমাদের। তারপর আটকোনা গ্রামের বাসিন্দারা খবর দেওয়ার পর বন দপ্তরের আধিকারিকসহ আমাদের টিম সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এদিন এতটা ভিড় ছিল যে ভিড় সামলাতে আলাদা ভাবে পলিশকর্মীদের সাহায্য নিতে হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাঘিনীটা নিস্তেজ ছিল। হতে পারে আশপাশে দুই তিন হাজার লোক দেখে সে দিশেহারা ছিল। কিন্তু তা ছাড়াও এর একাধিক কারণ থাকতে পারে। তবে তার শরীরে কোনও আঘাত ছিল না, নখও অক্ষত ছিল। অনুমান করা হচ্ছে সে ক্যানাইন ডিসটেম্পার রোগে আক্রান্ত, জানাচ্ছেন মি ভুজবাল।

ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বেলা ১১টা নাগাদ বন দপ্তরের কর্মীরা বাঘিনীটিকে আয়ত্তে আনেন। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যঘ্রপ্রকল্প কেন্দ্রের পশু হাসপাতালে।

কেন বারবার বাঘ লোকালয়ে?

আটকোনা বা তার আশপাশের অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা চিতা বাঘের আনাগোনা নতুন নয়।

সুখদীপ সিংসহ ওই গ্রামের একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, আশপাশের অঞ্চলে বাঘ তারা আগেও দেখেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত কয়েক বছরে এ জাতীয় ঘটনা বেড়েছে।

এ বিষয়ে ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার হিউম্যান ওয়াইল্ডলাইফ কনফ্লিক্ট ডিভিশন এর প্রধান ড. অভিষেক ঘোষাল বলেন, তরাই অঞ্চলে লোকালয়ে বাঘ চলে আসাটা নতুন নয়। ওই অঞ্চলে লোকালয়ে বাঘ চলে আসার একাধিক কারণ হতে পারে।

যেমন বাঘ যদি অসুস্থ বা সন্তানসম্ভবা হয়, অথবা সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে, শিকার ধরে পারে না।

আসলে ওরা ঘন গাছপালা যুক্ত জায়গা পছন্দ করে। আর বাঘের কাছে আখের ক্ষেত আর বনের মধ্যে খুব একটা তফাত নেই। সে কারণেও চলে আসতে পারে।

তিনি জানিয়েছেন, বাঘ মানেই যে সে নরখাদক এমনটা নয়। বাঘ মানেই যে নরখাদক এটা ভাবা ভুল। বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে তাকে খেয়েছে এমন ঘটনা বিশেষ একটা দেখা যায় না। তারা আক্রমণ করে ভয় থেকে, বলছিলেন মি ঘোষাল।

জয়দীপ কুণ্ডু বন্যপ্রানী সংরক্ষণের বিষয়ে প্রচার করেন। তিনি বলেন, বাঘ মানেই যে নরখাদক এটা ভাবা ভুল। হতে পারে পথ হারিয়ে ফেলেছে, কিম্বা তাদের চেয়ে শক্তিশালী কোনও বাঘ ওই অঞ্চলে চলে এলে তারা এলাকা ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে।

বন্যপ্রাণী দেখলে ভয় পেয়ে তাকে মারধরের একাধিক ঘটনার অভিযোগ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শোনা গিয়েছে। এই জাতীয় ঘটনা এড়াতে এলাকাবাসীদের সচেতন করাটা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার সুন্দরবন অঞ্চলের ফিল্ড অফিসার সম্রাট পাল বলেন, এ ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সচেতন করাটা খুব প্রয়োজন। ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার নিজস্ব রেসপন্স টিম আছে যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এলাকায় বন্যপ্রাণী চলে আসলে কী করা উচিত।

মানুষ কিন্তু আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছেন। তারা বুঝেছেন তাদের সঙ্গেই বন্য প্রাণীদের ভাল থাকাটাও কতটা প্রয়োজন।

ভুল করে হিমায়িত নদীতে নামল যাত্রীবাহী বিমান

ইয়াকুটিয়া (এজেন্সী)ঃ ৩০ জন যাত্রী বহনকারী সোভিয়েত যুগের একটি আন্তোনভ২৪ বিমান রাশিয়ায় বিমানবন্দরের কাছে হিমায়িত নদীতে অবতরণ করেছে। পাইলটের ভুলের কারণে স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার দেশটির পূর্বাঞ্চলে এ ঘটনা ঘটে। রুশ ট্রান্সপোর্ট প্রসিকিউটরদের বরাত দিয়ে রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, পোলার এয়ারলাইনসের এএন২৪ বিমান রাশিয়ার ইয়াকুটিয়া অঞ্চলের জাইরিয়াঙ্কার কাছে কোলিমা নদীতে অবতরণ করে।

ইস্টার্ন সাইবেরিয়ান ট্রান্সপোর্ট প্রসিকিউটরের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বিমানের ক্রুদের ভুলের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

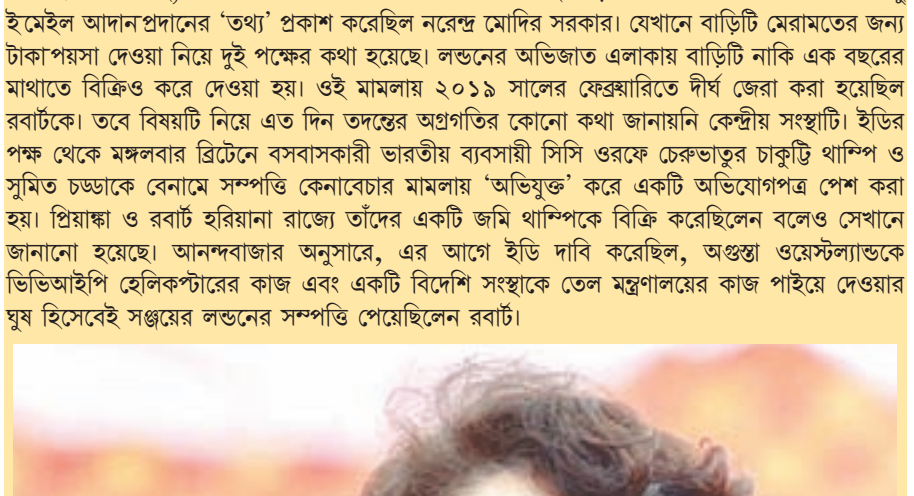

রয়টার্স বলেছে, প্রসিকিউটররা হিমায়িত নদীর ওপর বিমানের ছবি এবং ইজভেস্টিয়া পত্রিকা যাত্রীদের নামানোর ছবি প্রকাশ করেছে।

এ ছাড়া পোলার এয়ারলাইনস একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেছে, ‘এএন২৪ উড়োজাহাজটি জারিয়াঙ্কা বিমানবন্দরের রানওয়ের বাইরে অবতরণ করেছে।’ এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেও উল্লেখ করেছে তারা।

ইডির অভিযোগপত্রে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নাম

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ ভারতের ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট ভদ্রকে বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও বেনামি সম্পত্তি কেনার অভিযোগে ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল দেশটির অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা ইডি। পাঁচ বছর পর আরেক লোকসভা ভোটের আগে এবার অভিযোগপত্রে নাম অন্তর্ভুক্ত হলো কংগ্রেস নেত্রীর। ভারতীয় গণমাধ্যম এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ইডি সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালে অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারির সঙ্গে রবার্ট একটি ‘বেনামি’ সম্পত্তি কিনেছিলেন লন্ডনে। সেই মামলাতেই অভিযোগপত্রে নাম উঠেছে প্রিয়াঙ্কার। তবে অভিযোগপত্রে সাবেক কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর মেয়েকে ‘অভিযুক্ত’ করা হয়নি। গণমাধ্যমটি বলেছে, গত লোকসভা ভোটের আগে লন্ডনের ওই বাড়ি নিয়ে রবার্ট ও তাঁর সচিবের কিছু ইমেইল আদান প্রদানের ‘তথ্য’ প্রকাশ করেছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার। যেখানে বাড়িটি মেরামতের জন্য টাকা পয়সা দেওয়া নিয়ে দুই পক্ষের কথা হয়েছে। লন্ডনের অভিজাত এলাকায় বাড়িটি নাকি এক বছরের মাথাতে বিক্রিও করে দেওয়া হয়। ওই মামলায় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে দীর্ঘ জেরা করা হয়েছিল রবার্টকে। তবে বিষয়টি নিয়ে এত দিন তদন্তের অগ্রগতির কোনো কথা জানায়নি কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। ইডির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় ব্যবসায়ী সিসি ওরফে চেরুভাতুর চাকুট্টি থাম্পি ও সুমিত চড্ডাকে বেনামে সম্পত্তি কেনাবেচার মামলায় ‘অভিযুক্ত’ করে একটি অভিযোগপত্র পেশ করা হয়। প্রিয়াঙ্কা ও রবার্ট হরিয়ানা রাজ্যে তাঁদের একটি জমি থাম্পিকে বিক্রি করেছিলেন বলেও সেখানে জানানো হয়েছে। আনন্দবাজার অনুসারে, এর আগে ইডি দাবি করেছিল, অগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ডকে ভিভিআইপি হেলিকপ্টারের কাজ এবং একটি বিদেশি সংস্থাকে তেল মন্ত্রণালয়ের কাজ পাইয়ে দেওয়ার ঘুষ হিসেবেই সঞ্জয়ের লন্ডনের সম্পত্তি পেয়েছিলেন রবার্ট।